ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 August, 2024 ■ আগরতলা ২২ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ৫ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অবিরাম বর্ষণে ভাসল রাজ্য, বিপদ কাটেনি

ভারী ও অবিরাম বৃষ্টিপাতে রাজ্যে বন্যা, ৩৪৬টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত ৩৪১০০ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। রাজ্যে গত ৭২ ঘন্টা ধরে ভারী ও অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে বিভিন্ন নদীর জলস্তর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এতে রাজ্যের অনেক জায়গায় বন্যা দেখা দিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৩৪৬টি ত্রাণ শিবিরে ৬৬২০ পরিবারের ৩৪১০০ জন আশ্রয় নিয়েছেন।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৮২ মিমি, খোয়াই জেলায় ১৫৭.৬০ মিমি ও গোমতী জেলায় ১৫৩. ১০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এতে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে গোমতী ও ঊনকোটি জেলা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করে রাজ্যে দ্রুত অতিরিক্ত এনডিআরএফ বাহিনী পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। এনডিআরএফ''র একটি দল আজ ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে এসে পৌঁছাবে এবং আরও ৪টি এনডিআরএফ বাহিনী বিমানে করে আনা হচ্ছে। এই ৪টি বাহিনী আজ রাতের মধ্যে রাজ্যে এসে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রাণ, পুনর্বাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর থেকে আজ সন্ধ্যায় এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, রাজ্যের ধলাই, খোয়াই, দক্ষিণ ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলার নদীগুলির জলস্তর বিপদসীমার উপরে উঠেছে। এই উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চস্তরে নজরদারি রাখা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় রেখে নাগরিকদের এই বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের জন্য কাজ করছে। প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এখন পর্যন্ত ৩৪৬টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এই শিবিরগুলিতে ৩৪ হাজার ১০০ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছেন। জেলা প্রশাসনগুলি থেকে ত্রাণ শিবিরগুলিতে প্রয়োজনীয় খাবার, পানীয়জল, চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাছাড়াও গ্রাম উন্নয়ন, জলসম্পদ, বিদ্যুৎ, পূর্ত (রোড এন্ড বিল্ডিং), বন, আরক্ষা, অগ্নি নির্বাপন ও জরুরী পরিষেবা এবং আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানগণ গত তিনদিন ধরে নিরলসভাবে উদ্ধার ও ত্রাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারী ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে গত ১৯ আগস্ট থেকে সারা রাজ্যে ১,৯০০টিরও বেশী স্থানে ভূমিধস ঘটেছে। এতে বিভিন্ন সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সড়কগুলি নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। প্রাথমিক রিপোর্টে বাড়ি, গবাদি পশু, পরিকাঠামো ও কৃষিজাত ফসলের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। ক্ষয়ক্ষতির নিরূপনের কাজ শুরু হয়েছে এবং তা দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

প্রেস রিলিজে আরও জানানো হয়েছে, এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১ জন ব্যক্তি এখনও নিখোজ রয়েছেন। এসডিআরএফ''র ২৫০টিরও বেশী ক্যুইক রেসপন্স টিম, এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক, আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবক সহ অগ্নি ও জরুরী পরিষেবা, বন, বিদ্যুৎ, পূর্ত, কৃষি ও অন্যান্য দপ্তরের কর্মীগণ ত্রাণ ও উদ্ধার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবিরাম বর্ষণে জলমগ্ন হয়ে পরেছে আগরতলা। বুধবার শহরবাসীকে উদ্ধার করা হচ্ছে। ছবি নিজস্ব।

বৃষ্টির ঝাপ্টায় ৮২টি বাড়ি সম্পূর্ন, ৩১১টি মারাত্মকভাবে এবং ৬৩৩টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাতে রাজ্যের একাধিক জায়গায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনো পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ৮২টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ৩১১টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ৬৩৩টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টানা বর্ষণের জেরে ভূমি ধ্বসে এখন পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া দুইজন আহত হয়েছেন। এদিকে রাজ্যের নদীগুলোর জলস্তর বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। প্রশাসনের তরফে ক্ষতিপূরণের সমীক্ষা করা হচ্ছে। রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্টে এমনটাই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্টে জানা গেছে, ভারী বর্ষণে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২৬টি অস্থায়ী শিবির খোলা হয়েছে। যার মধ্যে এখনো পর্যন্ত ১৯৮৮টি পরিবারের ৭৫৪৯ জন সদস্য রয়েছেন। তাছারা, জিরানিয়া ব্লকে ১টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ৪টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অধীন ধর্মনগরে ১১০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মোট ৮টি ত্রাণ শিবির খুলেছে। যার মধ্যে ৩৭৯ জন পরিবারের সদস্য রয়েছেন। তাছারা, কাঞ্চনপুরে ধ্বস পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে প্রসাশনের তরফ থেকে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে।

তাছাড়া, ঊনকোটি জেলার অধীন কৈলাসহর এবং কুমারঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৈলাসহরে ৯টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ১১টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি, ২২০০ জন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মোট ১২টি ত্রাণ শিবির খুলেছে। এদিকে, কুমারঘাটে টানা বৃষ্টিপাতে ডিএম কলোনি ও কুমারঘাট টিকে পাড়ায় ধ্বস পড়ে যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে প্রসাশনের তরফ থেকে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি, ৪৪২৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মোট ৩৬টি ত্রাণ শিবির খুলেছে।

তেমনি, খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টানা বর্ষণের জেরে ভূমি ধ্বসে চন্দ্র কুমার দের্ববমন (৪৫) নামে একজন আহত হয়েছেন। ১৭৮০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মোট ৩৬টি ত্রাণ শিবির খুলেছে। রিপোর্টে আরো জানা গিয়েছে, টানা চারদিনের বৃষ্টিতে ধলাই জেলার কমলপুর, আমবাসা, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারী বৃষ্টিপাত, আজও রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র বন্ধ থাকবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। ভারী বৃষ্টি এবং বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আজ এবং আগামীকাল রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি এবং টিটিএএডিসি-র অধীনস্থ স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি আজকের পর আগামীকালও রাজ্যের সমস্ত কলেজ গুলি বন্ধ থাকবে। এছাড়া, সমস্ত অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র আগামীকাল বন্ধ থাকবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাতে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গভীর সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। টানা বর্ষণের জেরে নদীগুলি ফুঁসছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে আজ এবং আগামীকাল রাজ্যের সমস্ত স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত বিরাজমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা শহর জলমগ্ন, নৌকা দিয়ে বাসভবন থেকে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। জলমগ্ন রাস্তায় নৌকা দিয়ে বাসভবন থেকে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এর আগে ত্রিপুরায় এভাবে বৃষ্টিপাত হয় নি। গত দুদিনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য নিয়োজিত রয়েছে।রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে বন্যায় উদ্ভুত পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বন্যায় বাড়ি ঘর নষ্ট হওয়া ছাড়াও গবাদি পশু, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ এবং কৃষিজ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

হয়েছে।এনডিএফ, এডিআরএফ ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় জলবন্দি নাগরিকদের উদ্ধারকার্য পুরোদমে চালু রয়েছে। বিশেষ করে নদীর উপকূলবর্তী এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিতে তৎপরতার সাথে নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পাশাপাশি এদিন তিনি বলেন, প্রশাসন সর্বতোভাবে জনগণের পাশে রয়েছে, অযথা বিভ্রান্তি ও গুজবে কান না দেওয়ার জন্য আমি জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। উদ্ভুত এই পরিস্থিতিতে, রাজ্যের আপামর জনগণের কাছে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবিরাম বর্ষণ

প্রায় স্বাভাবিক ছিল বিমান পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। অবিরাম বর্ষণে থেমে থাকেনি বিমান চলাচল। আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে আজ বিমান চলাচল ছিল প্রায় স্বাভাবিক। আগরতলা বিমান বন্দরের ম্যানেজার স্মিতা প্রকাশ জানিয়েছেন, সকালে ইন্ডিগো বিমান সংস্থা কলকাতা-আগরতলা রুটে একটি এটিআর বিমান বাতিল করেছে। ওই বিমানটি আগরতলার আকাশে বেশ কিছুক্ষণ উড়ে ফিরে গেছে। এছাড়া নির্ধরিত সব উড়ানই ছিল স্বাভাবিক।

রেল পরিষেবা ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। প্রবল বর্ষণে রেল লাইনের উপর ধ্বস নামার কারণে স্থানীয় এবং দূরপাল্লার বহু ট্রেন মাঝ পথে আটকে পড়েছে। বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। উদয়পুরের গর্জির কাছে রেল লাইনের উপর আজ সকালে ভূমিধ্বসের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টির থাবায় মৃত আরও তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / চড়িলাম, ২১ আগস্ট।। অবিরাম বর্ষণে রাজ্যে মৃত্যুমিছিল থামছে না। আজ আরও তিন জনের মৃত্যু হয়েছে।

জলে পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সাড়ে চার বছরের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। মৃত শিশুর নাম ঋত্বিক দেববর্মা। ঘটনা বুধবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ কডুইমুড়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ কডুইমুড়া এলাকার সঞ্জয় দেববর্মার সাড়ে চার বছরের ছেলে ঋত্বিক দেববর্মা পরিবারের লোকের অলক্ষে খেলতে খেলতে জলে পড়ে যায়। পরবর্তী সময়ে জলের ওপরে শিশু ঋত্বিক দেববর্মার দেহ ভেসে উঠতে দেখেন প্রতিবেশীরা। চিৎকার চেচামেচি শুনে ছুটে আসে পরিবারের লোকজন। জল থেকে তোলা হয় শিশুর দেহ। খবর দেওয়া হয় চিকিৎসা কেন্দ্রে।

আমতলী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক সঙ্গীতা ভৌমিক শিশুটিকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা দেন। আর এই ঘটনা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে গোটা পরিবার। খবর পেয়ে ছুটে আসেন চড়িলাম বিজেপি মন্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ, প্রদেশ বিজেপি জনজাতি মোর্চার প্রাক্তন সম্পাদক প্রতীক দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তারা এসে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

এদিকে, রাজ্যে প্রবল বর্ষণে ফের ঘরের উপর মাটির ধ্বসে পড়ে এক বৃদ্ধ মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত মহিলার নাম মিলন রানী দেববর্মা। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন ধনীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে সোনামুড়া থানাধীন ধনিরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নামুড়া এলাকার বাসিন্দা মিলন রানী দেববর্মা বুধবার সকালে নিজ ঘরে রান্নার কাজ করছিলেন। প্রবল বর্ষণের সময় হঠাৎ করে রান্না ঘরের ওপর ভেঙ্গে পড়ে পাহাড়। আর পাহাড় ভেঙ্গে মাটি ধ্বসে পড়ায় ঘটনাস্থলেই মিলনী রানী দেববর্মার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে জিরানীয়া মহকুমায় বেলবাড়ি ব্লকের অধিন জন্মিজয় নগরে আঠারঘাট এলাকায় নদীর তোড়ে ভেসে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। শান্তি দেববর্মা (৬৫)-র জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশ থেকে এনডিআরএফ'র আরও ৪টি টিম রাজ্যে আসছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। অরুণাচল প্রদেশ থেকে এনডিআরএফ'র আরও ৪টি টিম উদ্ধার কাজে সহযোগিতার জন্য রাজ্যে আসছে। আজ বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় আর আগে এভাবে বৃষ্টিপাত হয়নি। রাজ্যের নদীগুলো বিপদ সীমার বাইরে চলে গিয়েছে। এখনো পর্যন্ত ৩ শতাধিক অস্থায়ী শিবিরে বর্তমানে পাঁচ হাজার মানুষ রয়েছেন বলে জানান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যসভা উপনির্বাচনে মনোনয়ন জমা রাজীব ভট্টাচার্য্য ও সুধন দাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। রাজ্যসভা উপনির্বাচনে আজ ত্রিপুরায় একটি মাত্র শূন্য আসনে বিজেপি ও সিপিএম প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

রাজ্যসভার উপনির্বাচনে মনোনয়ন দাখিল করলেন বিজেপি প্রার্থী রাজীব ভট্টাচার্য্য। এদিন তিনি বিধানসভায় গিয়ে এআরও-র হাতে মনোনয়ন পত্র তুলে দিয়েছেন। এদিন তাঁর সাথে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা, মন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি

মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী রাজীব ভট্টাচার্য্য(বাঁয়ে) এবং সিপিএম প্রার্থী সুধন দাস(ডানে)। ছবি নিজস্ব।

হয়ে রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, আমার উপর বিশ্বাস রেখে আমাকে রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে যোগ্য মনে করার জন্য আমি সকলের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব। ভারতকে বিশ্বগুরু বানানোর লক্ষ্যে তথা ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেওয়া মার্গদর্শনে আগামী দিন কাজ করে যাব।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি পদে যেভাবে কাজ করেছেন তা অতুলনীয়। তিনি আশাবাদী এই পদেও রাজীব ভট্টাচার্য্য সম্মানী সাথে কাজ করবেন।

রাজ্যসভার উপনির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন সিপিআইএম দলের প্রার্থী সুধন দাস। এদিন তিনি বিধানসভায় গিয়ে এ আরও এর হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দিয়েছেন। সঙ্গে ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্বরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী পাঁচদিন রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, দুই জেলায় লাল সর্তকতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। আগামী পাঁচদিন ত্রিপুরায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। এদিকে, টানা বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ভীষণ ছন্দপতন ঘটেছে। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত সর্বাধিক বৃষ্টিপাত আগরতলায় ১৮২ এমএম এবং সর্বনিম্ন খুমলুঙে ১৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

এদিকে, আবহাওয়া দফতর আগামী ২৪ ঘন্টায় সিপাহীজলা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় লাল সর্তকতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। তেমনি আগামী ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের সব জেলায় কমলা সর্তকতা জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ দিনভর বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ এখন পর্যন্ত আগরতলায় ১৮২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এডিনগরে ১৭৫ এমএম, লেম্বুছড়ায় ১০৪.২ এমএম, বোধজংনগরে ৫৯ এমএম, ডিএম অফিসে ১২৩ এমএম, সচিবালয়ে ৯৫ এমএম এবং খুমলুঙে ১৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ায় ৪৭ এমএম, বিশালগড়ে ৪০.৬ এমএম, বিশ্রামগঞ্জে ৫৬ এমএম, গজারিয়ায় ৩৫.৮ এমএম এবং সোনামুড়ার মোহনবাগ ৩৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। খোয়াই জেলায় ৮২ এমএম, গোমতী জেলায় উদয়পুরে ৪১.২ এমএম, অমরপুরে ৯৩.২ এমএম, করবুকে ১৫৩ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় ৭২ এমএম, বাগাফা ৭৪.৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ৪৫ এমএম, কাঞ্চনপুরে ৪৪.২ এমএম, কদমতলায় ৫৯ এমএম এবং নতুনবাজার ১২৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ৫০ এমএম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৬৪ ▫ ২২ আগস্ট ২০২৪ ইং ▫ ৫ ভাদ্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

মেয়েরা আজও বঞ্চিত অবহেলিত

সমাজ ব্যবস্থায় এখনো মেয়েরা নানা দিক দিয়া বঞ্চিত অবহেলিত। অনাদরে অবহেলায় বহু কন্যা সন্তান হারাইয়া যাইতেছে। ভ্রূণ হত্যা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইলেও নানা কৌশলে কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। তাহার বড় কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সমাজের একটি অংশ তাহাদের প্রতি অবহেলা চালাইয়া যাইতেছে। কন্যা সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষেত্রেই অনিহা পরিলক্ষিত হইতেছে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে আমাদের দেশে।পৌনে তিন লক্ষেরও বেশি শিশু নিখোঁজ ২০১৮ সাল থেকে। এই পরিসংখ্যান চমকাইয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী স্মতি ইরানি লোকসভায় এক পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরেন। সেখানে তিনি কত শিশু নিখোঁজ, কতজনকে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার পরিসংখ্যান দেন।স্মৃতি ইরানির দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে দেশে ২.৭৫ লক্ষেরও বেশি শিশু নিখোঁজ হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২.৪ লক্ষেরও বেশি খুঁজে পাওয়া গেছে। তিনি লোকসভায় জানান, কর্নাটকে এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রহিয়াছে। নিখোঁজদের মধ্যে ২.১২ লক্ষেরও বেশি শিশু ছিল মেয়ে, যাহা ছেলেদের সংখ্যা ৬২ হাজারের সাড়ে তিনগুণেরও বেশি। কর্নাটকে ২৭ হাজারেরও বেশি শিশু নিখোঁজ হইয়াছে।

লোকসভায় হিসাবে বিজেপি সাংসদ ব্রিজেন্দ্র সিং যে পরিসংখ্যান দেন, তাহা হইল-২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে নিখোঁজ হওয়া শিশুর সংখ্যা। মোট নিখোঁজ শিশুদের সংখ্যা ছিল ২,৭৫,১২৫ জন। তাহার মধ্যে ২,১২,৮২৫ জন মেয়ে। ৬২,৬৩৭ জন ছেলে। শীর্ষে আছে মধ্যপ্রদেশ। এখানে ৬১,১০২ জন নিখোঁজ শিশু। তাহার মধ্যে ৪৯,০২৪ জন মেয়ে ও ১২,০৭৫ জন ছেলে নিখোঁজ। এর পরে রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে ৪৯,১২৯ জন নিখোঁজ শিশু রহিয়াছে। যাহার মধ্যে ৪১,৮০৮ জন নিখোঁজ মেয়ে এবং ৭,৩১১ জন নিখোঁজ ছেলে রহিয়াছে। কর্নাটকে ২৭,৫৩৮ জন নিখোঁজ, তালিকায় তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যার রাজ্য। নিখোঁজদের মধ্যে ১৮,৮৯৩ জন মেয়ে এবং ৮,৬৩২ জন ছেলে নিখোঁজ হইয়াছে।' তাহাদের মধ্যে পুনরুদ্ধারে এগিয়ে মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশে ৫৬,৯৬২ জন শিশু উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪৫,১০৮ জন মেয়ে এবং ১১,৮৫০ জন ছেলে রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ৪৫,৬৩৪ পুনরুদ্ধারের মধ্যে ৩৫,৮০২ জন মেয়ে এবং ৯৮১১ জন ছেলে রহিয়াছে। আর কর্নাটরে ২১,৮১৭ জন পুনরুদ্ধারের মধ্যে ১৪,৬৪৯ জন ছেলে এবং ৭১৬৩ মেয়ে রহিয়াছে।

ট্র্যাকচাইল্ড নামে একটি পোর্টাল রহিয়াছে। সেখানে "খোয়া-পায়া" নামে একটি মডিউল রহিয়াছে। সেখানে যেকোন নাগরিক নিখোঁজ বা খোঁজ পাওয়া শিশুদের রিপোর্ট করিতে পারেন। গত বছরের জুনে, মন্ত্রক মিশন বাৎসল্যের অধীনে শিশুদের জন্য তাহাদের প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনাগুলিকে এক জায়গায় নিয়া আসিয়া চারটি পোর্টাল চালু করিয়াছে।নিখোঁজ শিশুদের জন্য ট্র্যাকচাইল্ড, শিশু দত্তক নেওয়ার জন্য কেয়ারিং, স্কিমটি পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিপিএস পোর্টাল এবং নিখোঁজ শিশুদের নাগরিক-কেন্দ্রিক আবেদনের জন্য খোয়া-পায়া প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়। ট্র্যাকচাইল্ড পোর্টালটিতে স্বরাষ্ট্র ও রেলমন্ত্রকের পাশাপাশি রাজ্য সরকার, শিশু কল্যাণ কমিটি, জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড, ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি এবং অন্যান্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে।

ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার তারিখ যেভাবে ঠিক হয়েছিল

আনজুম শার্মা

কেউ জানত না যে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারতের স্বাধীনতার তারিখ ঠিক করা হবে।

ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং ভারত বিভাজনের ঘোষণা করবেন, কিন্তু সেটা কোন তারিখে হবে তা অনিশ্চিত ছিল।

ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন সেদিন "৩রা জুন প্ল্যান" অর্থাৎ "মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান" ঘোষণা করবেন।

এই ঘোষণার ঠিক এক রাত আগে, তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের সাথে দুটি বৈঠক করেন। ডমিনিক ল্যাপিয়ের ও ল্যারি কলিন্সের "ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট" বই থেকে এমনটা জানা যায়।

সেখানে বলা হয়, ওই রাতে ভাইসরয় ভবনের টানা বারান্দায় অন্ধকার ও নীরবতার পসরা বসেছিল। যা ঘটেছিল ৩রা জুনের আগের রাতে ল্যাপিয়ের ও কলিন্স লিখেছেন যে ১৯৪৭ সালের ২রা জুন, সাতজন ভারতীয় নেতা চুক্তির কাগজপত্র পড়তে এবং শুনতে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কক্ষে দেখা করতে যান। কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে ছিলেন জওহরলাল নেহেরু, সর্দার প্যাটেল ও আচার্য কৃপালানি। মুসলিম লীগ থেকে ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান ও আবদুররাব নিশতার। অন্যদিকে, বলদেব সিং সেখানে পৌঁছেছিলেন শিখদের প্রতিনিধি হিসেবে। এটিই ছিল প্রথম কোনও বৈঠক যেখানে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন না।

মাউন্টব্যাটেন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এই বৈঠকে কোনও আলোচনা হবে না। এ কারণে তিনি জিন্নাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ক্যাবিনেট মিশনে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তিনি কি সেভাবেই ভারতকে গ্রহণ করবেন? জিন্নাহ এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

এরপর লর্ড মাউন্টব্যাটেন একে একে তার পরিকল্পনার রূপরেখা দেন: পাঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার কাউন্সিলরদের আলাদা বৈঠকে ডাকা হবে। কোনও দল প্রদেশ ভাগ করতে চাইলে তা করা হবে। দুটি ডোমিনিয়ন এবং দুটি গণপরিষদ গঠন করা হবে।

সিন্ধু প্রদেশ নিজের সিদ্ধান্ত নেবে। তারা ভারতের কোন অংশের সাথে থাকতে চায় তা নির্ধারণ করতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং আসামের সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

ভারতীয় রাজ্যগুলোকে স্বাধীন থাকার ক্ষমতা দেওয়া যাবে না। তাদের ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দিতে হবে।

হায়দ্রাবাদ পাকিস্তানে যোগ দেবে না। বিভাজনে কোনও অসুবিধা হলে সীমানা নির্ধারণ কমিশন গঠন করা হবে। বক্তব্য শেষ করে মাউন্টব্যাটেন বললেন, "আমি চাই আপনারা সবাই মধ্যরাতের মধ্যে এই পরিকল্পনার উত্তর দিন।"

তিনি আশা করেছিলেন যে মধ্যরাতের আগে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও শিখরা এই পরিকল্পনা মেনে নিতে সম্মত হবে।

দ্বিতীয় বৈঠক, গান্ধীর নীরবতা- মহাত্মা গান্ধী প্রথম বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করেন, কারণ তিনি কংগ্রেসের কোনও পদে ছিলেন না। কিন্তু তার উপস্থিতি পুরো সভাকে ছাপিয়ে যায়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন গান্ধীকে অনেক সম্মান করতেন। এরপর মধ্যরাতে আরেকটি সভা হয় এবং গান্ধী এতে যোগ দেন। মাউন্টব্যাটেন ভয় পেয়েছিলেন যে গান্ধী এমন কিছু বলবেন যা উভয়ের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। ল্যাপিয়ের ও কলিন্স লিখেছেন যে মাউন্টব্যাটেন তার চেয়ার থেকে উঠে মহাত্মা গান্ধীকে স্বাগত জানাতে দ্রুত এগিয়ে গেলেন কিন্তু হঠাৎ তিনি মাঝপথে থামলেন।

গান্ধী তার ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে থামালেন। ভাইসরয় বুঝতে পেরেছিলেন যে আজ গান্ধীর নীরবতা পালনের দিন।

এরপর মাউন্টব্যাটেন তার পুরো পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। গান্ধী একটি খাম নিয়ে তার পিছনে কিছু লিখতে লাগলেন।

লিখতে লিখতে তিনি পাঁচটি খাম ভরে ফেলেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেন সেই খামগুলো সংরক্ষণ করেছিলেন। গান্ধী লিখেছিলেন, 'আমি দুঃখিত যে আমি কথা বলতে পারছি না। আমি প্রতি সোমবার নীরবতার ব্রত পালন করি।'

'নীরবতার ব্রত নেওয়ার সময়, আমি কেবল দুটি পরিস্থিতিতে তা ভাঙার সুযোগ রেখেছি। প্রথমত, কোনও জরুরী সমস্যা দেখা দিলে এবং দ্বিতীয়ত, যখন আমার অসুস্থ কাউকে দেখাশোনা করতে হয়।'

'আমি জানি যে তখন আমাকে দুটি বিষয়ে কিছু বলতে হবে। কিন্তু আমি জানি আপনি চান না আমি আজ আমার নীরবতা ভাঙ্গি। আমার কিছু বলার আছে, কিন্তু আজ নয়। আবার দেখা হলে অবশ্যই বলব,' তিনি লেখেন।

এর পর গান্ধী সেখান থেকে উঠে চলে যান। জিন্নাহর একগুঁয়েমি আর নিস্পৃহ মাউন্টব্যাটেন

লর্ড মাউন্টব্যাটেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কংগ্রেস ও শিখদের কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে যান, কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রাজি ছিলেন না। ডমিনিক ল্যাপিয়ের ও ল্যারি কলিন্সের বইতে এই ব্যাখ্যা উঠে আসে। তিনি লিখেছেন যে জিন্নাহ তখনও "হ্যাঁ" বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেনও তাকে "হ্যাঁ" বলার জন্য তার মন তৈরি করেছিলেন। প্রথমে দু'জনের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে কথাবার্তা চলতে থাকে, জিন্নাহ বিষয়টি এড়িয়ে যান এবং অবশেষে মাউন্টব্যাটেন বলেন, 'মিস্টার জিন্নাহ, আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই যে আমি আপনাকে আমার পরিকল্পনা নষ্ট করতে দেব না। আগামীকাল বৈঠকে আমি যা বলার বলব। আমি কংগ্রেসের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছি এবং আমি এটি পরিষ্কার করব।" লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, 'এরপর আমি বলব যে গত রাতে জিন্নাহ সাহেবের সাথে আমার একটি দীর্ঘ বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথন হয়েছে, আমরা এই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং জিন্নাহ সাহেব আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি এই পরিকল্পনার সাথে একমত হবেন।'

সেই সময় আমি আপনার দিকে ফিরে তাকাব। আমি চাই না আপনি তখন কিছু বলেন। 'আমি আপনার কাছ থেকে একটাই জিনিস চাই আর তা হচ্ছে, আপনি আপনার মাথা নাড়বেন, যাতে মনে হয় যে আপনি আমার সাথে একমত হয়েছেন। আপনি যদি মাথা না নাড়েন, তবে বুঝবেন আমি আপনার জন্য কিছুই করতে পারব না। আপনার বানানো খেলা নষ্ট হয়ে যাবে। সবকিছু ভেঙ্গে পড়বে।'

বিভাজনের ঘোষণা- এরপর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ঠিক তেমনটাই ঘটে। ভারতবর্ষের বিভাজন এবং স্বাধীনতার বিষয়ে, লর্ড মাউন্টব্যাটেন আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে একটি বৈঠক করেন, যেখানে সবকিছু একইভাবে ঘটেছিল যেভাবে তিনি আগের রাতে জিন্নাহকে বলেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন সন্ধ্যা সাতটার দিকে, সব শীর্ষ নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে দুটি পৃথক দেশ গঠনে তাদের সম্মতি ঘোষণা করেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রথম বক্তৃতা দেন। এরপর নেহেরু হিন্দিতে বলেছিলেন, "বেদনা ও যন্ত্রণার মধ্যে, ভারতের মহান ভবিষ্যত তৈরি হচ্ছে।" এরপর জিন্নাহর পালা এলে তিনি ইংরেজিতে ভাষণ দেন এবং পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

তার ভাষণটি পরে একজন রেডিও ঘোষক উর্দুতে পড়ে শোনান। রেডিওতে দেশভাগের সম্মতি ঘোষণা করা হয়। পরের দিন, লর্ড মাউন্টব্যাটেন খবর পান যে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস নেতাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একটি প্রার্থনা সভা করতে চলেছেন এবং আগের রাতের সভায় তিনি যা বলতে পারেননি, আজ তা বলবেন। ল্যাপিয়ের ও কলিন্স তাদের বইতে লিখেছেন যে একটি প্রার্থনা সভা হয়েছিল, গান্ধী বলেছিলেন, 'বিভাজনের জন্য ভাইসরয়কে দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই। নিজের দিকে তাকান, আপনার মস্তিষ্কে টোকা দিন, তাহলে বুঝবেন কী হয়েছে।' স্বাধীনতার তারিখ কি হঠাৎ করেই ঠিক হলো?পরের দিন লর্ড মাউন্টব্যাটেন একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এবং তার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন যা ভারতবর্ষের মানচিত্র বদলে দিতে যাচ্ছিল। ভাইসরয়ের বক্তৃতা সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনে আর প্রশ্ন করে। তারপর একটি প্রশ্ন ওঠে যার কোনও উত্তর নিশ্চিত ছিল না। প্রশ্নটি ছিল, "যদি সবাই একমত হন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত, তো স্যার এক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয়ই কোনও তারিখ ভেবেছেন?" "ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট" বইটিতে ডমিনিক ল্যাপিয়ের ও ল্যারি কলিন্স লেখেন, 'মাউন্টব্যাটেন ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকেন কারণ তিনি কোনও তারিখ নির্ধারণ করেননি।'

'তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা উচিত। সবাই সেই তারিখ শোনার অপেক্ষায় ছিল। হলঘরে বিরাজ করছিল নিস্তব্ধতা।'

ল্যাপিয়ের ও কলিন্স লিখেছেন যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন পরে এই ঘটনার কথা মনে করে বলেছিলেন, 'আমি এটা প্রমাণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে সবকিছুই আমার করা।' হঠাৎ মাউন্টব্যাটেন সেই সময় সংবাদ সম্মেলনে বলে ওঠেন, 'আমি ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ ঠিক করেছি'। একথা বলার পর তার মনে অনেক তারিখ ঘুরতে থাকে। তখন তার জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় বিজয়ের স্মৃতির কথা মনে আসে, যখন জাপানের সেনাবাহিনী তার নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করেছিল।

সেই আত্মসমর্পণের দ্বিতীয় বার্ষিকী কাছাকাছি ছিল। ল্যাপিয়ের ও কলিন্স লিখেছেন, 'মাউন্টব্যাটেনের কণ্ঠস্বর হঠাৎ জেগে ওঠে এবং তিনি ঘোষণা করেন যে ১৯৪৭ সালে ১৫ই অগাস্টে ভারতের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে।' হঠাৎ নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনতার তারিখ স্থির করে সেটা ঘোষণা করার কারণে লন্ডন থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্ফোরণ ঘটে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে ব্রিটিশ ইতিহাসের পর্দা এভাবে নামিয়ে দেবেন তা কেউ ভাবতেও পারেনি। শেষ পর্যন্ত ১৪ই ও ১৫ই আগস্টের মধ্যবর্তী রাতে ভারত ভাগ হয় এবং পাকিস্তান একটি নতুন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। এখন দুটি দেশ স্বাধীন কিন্তু এক নয়।

বন্যা পরিস্থিতি, উদয়পুর রেল স্টেশনে আশ্রয় নিল খিলপাড়ার ৪০ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ আগস্ট।। বন্যা পরিস্থিতির জেরে অবশেষে উদয়পুর রেল স্টেশনে আশ্রয় নিল খিলপাড়া এলাকার জনগণ। গত তিনদিন ধরে সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুর মহকুমায়ও অতি ভারী বর্ষার ফলে স্থানীয় সুখ সাগর জলার আশপাশে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ পরিবারের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বৃষ্টির জল। ফলে মহা বিপদে পড়ে যান বাড়ির লোকজন।

অবশেষে তারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে উদয়পুর রেলস্টেশনে ছুটে গেছেন বাঁচার তাগিদে। পরিবারগুলোর প্রত্যেকের বাড়িতে গবাদিপশু রয়ে গেছে। গবাদিপশুগুলোকে নিয়ে তারা আশ্রয়স্থল হিসাবে রেল স্টেশনকে বেছে নিয়েছে। শরণার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ অভিযোগ করেছে সরকার থেকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেনি। তবে, জেলা প্রশাসন তাঁদের সহায়তায় এগিয়ে গেছে।

এই অতিবৃষ্টির ফলে সুখ সাগরের জল মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বেড়ে গেছে। ক্ষতি হয়েছে এ সুখ সাগর জলাকে কেন্দ্র করে যারা মৎস্য চাষী কিংবা কৃষি কাজ করে জীবন ধারণ করতেন তাদের। ক্ষতিপূরণের আশায় রয়েছেন তাঁরা।

বন্যার জলে বিপর্যস্ত জনজীবন জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থাকে দায়ী করে বিক্ষোভ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। আগরতলা রাজভবন এর পিছনে ভালুকিয়া টিলা এলাকায় জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে সৃষ্টি হয়েছে প্লাবন। বুধবার এই অভিযোগ তুলে পথ অবরোধে শামিল হলেন এলাকাবাসী।ভারী বর্ষণের ফলে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি বুধবার বন্যার জল প্রবেশ করেছে ভালুকিয়া টিলা এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘরে।

উচু এলাকায় জল প্রবেশ করতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন স্থানীয় মানুষ। তাদের অভিযোগ এলাকায় জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার ফলেই স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ি ঘরে জমেছে এক হাঁটু জল। যার ফলে তাদের দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে। এমনকি রাস্তাঘাট এর কাজও সঠিকভাবে করা হয়নি। বুধবার এই অভিযোগ তুলে পথ অবরোধে শামিল হন এলাকাবাসী। ফলে দীর্ঘ সময় দুর্ভোগ সহ্য করেন পথযাত্রী থেকে শুরু করে যান চালাক। অবশেষে এলাকার কাউন্সিলর ও মন্ত্রীর আশ্বাসে রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয় মানুষ।

অবিরাম বর্ষণ, জলমগ্ন জিবি হাসপাতাল

আগরতলা, ২১ আগস্ট: টানা বৃষ্টিপাতে আগরতলার প্রধান রেফারেল জিবি হাসপাতাল জলমগ্ন হয়ে পড়ে।

আজ সকাল থেকেই বৃষ্টি বাড়ার সাথে সাথে হাসপাতাল চত্বরে জল জমতে শুরু করে। পরবর্তীতে সমস্ত জল ট্রমা সেন্টারের বিল্ডিং-এ প্রবেশ করে। তাতে, চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন চিকিৎসক সহ রোগীর আত্মীয় পরিজনরা।

ভারী বর্ষা, বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত

আগরতলা, ২১ আগস্ট : প্রবল বর্ষণ ও দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যহত হয়েছে। কোনও কোনও এলাকায় জল জমে যাওয়ায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন রাখা হয়েছে বলে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম জানিয়েছে। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা জরুরী ভিত্তিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করছেন।

ইন্দোনেশিয়ায় পাওয়া বিশ্বের প্রাচীনতম গুহাচিত্র যে ইঙ্গিত দিচ্ছে

পল্লব ঘোষ

ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপে খোঁজ পাওয়া গিয়েছে 'ফিগারেটিভ আর্ট' বা আলংকারিক গুহা চিত্রের প্রাচীনতম নিদর্শনের।

অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার বিজ্ঞানীদের উদঘাটন করা প্রাচীনতম এই চিত্রকলা শুধু মানব সভ্যতায় শিল্পের বিকাশের দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, মানুষের চিন্তার বিকাশ এবং তার বিবর্তনের বিষয়েও নতুন এক দিশার সন্ধান দিয়েছে।

একটি বন্য শূকর এবং তিনটে মানবাকৃতি যুক্ত এই চিত্রকর্ম কমপক্ষে ৫১ হাজার ২০০ বছরের পুরানো।

এর আগে যে প্রাচীনতম গুহা শিল্প আবিষ্কার করা হয়েছিল তার চেয়ে ৫ হাজার বছরেরও বেশি পুরানো ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি গুহায় পাওয়া চিত্রকর্মটি।

এই আবিষ্কার সেই সময়কালকে নির্দেশ করে যখন আধুনিক মানুষ প্রথমবার তাদের সৃজনশীল চিন্তার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ম্যাক্সিম ওউবের বিবিসি নিউজকে জানিয়েছেন মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাল্টে দিতে পারে এই নবতম আবিষ্কার।

"একটা জটিল গল্প বলে এই চিত্র। গল্প বলার বিষয়ে এটাই কিন্তু আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত প্রাচীনতম প্রমাণ। সেই সময় মানুষের যে বিমূর্ত পদে চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল, তা-ও দর্শায় এই চিত্রকলা," বলেছেন তিনি। এই গুহাচিত্রে দেখা যায় একটা শূকর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ আংশিক খোলা। সঙ্গে ওই ছবিতে দেখা মেলে তিনটে মানবাকৃতিরও। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে মানব আকৃতি রয়েছে, তার দুই বাহুই প্রসারিত। দেখে মনে হয় রডের মতো কিছু একটা ধরে আছে মানুষটি।

গুহাচিত্রে দ্বিতীয় যে মানব আকৃতি লক্ষ্য করা যায় তার মাথা শুকরের মুখের ঠিক পাশেই আঁকা। তার হাতেও লাঠির মতো কিছু একটা রয়েছে বলে মনে হয়। লাঠির একটা প্রান্ত শূকরের গলার সংস্পর্শে রয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। গুহাচিত্রে শেষ যে মানুষের আকৃতির ছবি দেখা যায়, আপাতদৃষ্টিতে তার মাথা নিচের দিকে আর পা উপরের দিকে তোলা। ছবি থেকে অনুমান করা যায় তার পা বাইরের দিকে সম্প্রসারিত আর একটা হাত শূকরের মাথা স্পর্শ করছে।

বিজ্ঞানীদের যে দল এই আবিষ্কারটি করেছে তার নেতৃত্বে ছিলেন জাকার্তার ন্যাশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন এজেন্সি-র রক আর্ট বিশেষজ্ঞ আদি আগুস ওকতাভিয়ানা। তিনি জানিয়েছেন এই আখ্যানে যে গল্প বলা হয়েছে সেটা ইন্দোনেশিয়ার আদি মানব সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

"মানুষ সম্ভবত ৫১ হাজার ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গল্প বলে আসছে। কিন্তু যেহেতু শব্দের জীবাশ্ম হয় না, তাই একমাত্র চিত্রকলার মাধ্যমেই কোনও দৃশ্য বর্ণনার সূত্র ধরে পরোক্ষভাবে আমরা এর (গল্প বলার) খোঁজ পাই। এবং সেদিক থেকে সুলাওয়েসির এই শিল্পকলাই এখন প্রত্নতত্ত্বের কাছে এর (গল্প বলার) প্রাচীনতম প্রমাণ," বলেছেন এই ইন্দোনেশিয়ান বিশেষজ্ঞ।

আঁকার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লম্বোস গুহায়। পাথরের উপর পাওয়া এই অঙ্কন ৭৫ হাজার বছর থেকে একলক্ষ বছরের পুরানো। এগুলো জিওমেট্রিক প্যাটার্ন বা জ্যামিতিক চিত্র; প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্প নয়, যেমনটা দেখা গিয়েছে সুলাওয়েসি গুহায়।

দক্ষিণ সুলাওয়েসির মারোস-পাংকেপ অঞ্চলের লেয়াং কারামপুয়াং-এর চুনাপাথরের গুহায় যে চিত্রকলা আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা সেটি আলংকারিক শিল্পের প্রতিফলন। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এই চিত্রকলা সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি বা তারা তাদের আশপাশের জগতের একটি বিমূর্ত উপস্থাপনা করতে চেয়েছিলেন।

মানব প্রজাতির চিন্তা প্রক্রিয়ার বিবর্তন যা শিল্প ও বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে, তার প্রতিনিধিত্ব করে এই চিত্রকলা। এর সূত্র ধরে ধারণা করা যায় মানব চিন্তার বিকাশ কীভাবে ঘটে থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই উঠে থাকে সেটি হলো কী থেকে মানব মনের এই জাগরণের সূচনা হয়েছিল। এই বিষয়টি বিশদভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল নেচার জার্নালের প্রতিবেদনে। ড় হেনরি জি নেচার জার্নালের একজন সিনিয়র সম্পাদক।

"প্রায় ৫০,০০০ বছর আগে এমন কিছু একটা ঘটেছিল বলে মনে হয় যার ঠিক পরেই নিয়ান্ডারথাল এবং তথাকথিত হবিটের মতো মানুষের অন্যান্য সমস্ত প্রজাতির মৃত্যু হয়েছিল," বলেছেন ড় হেনরি জি। থাকতে পারে আফ্রিকায়, যেখানে আধুনিক মানুষ প্রথম বিকশিত হয়েছিল। সেই শিল্পের প্রমাণ অবশ্য এখনও পাওয়া যায়নি। ইন্দোনেশিয়ার চুনাপাথরের গুহায় পাওয়া এই আলংকারিক চিত্রের আবিষ্কার সেই ধারণাকেই আরও দৃঢ় করে বলে মনে করেন অধ্যাপক স্ট্রিংগার। সর্বশেষ সেই আবিষ্কারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "এটি (সাম্প্রতিক আবিষ্কার) এই ধারণাটাকে শক্তিশালী করে যে প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পের বিকাশ প্রথমে হয়েছিল আফ্রিকায়। এবং সেটি প্রায় ৫০,০০০ বছরেরও আগে। একই সঙ্গে সেই ধারণাকেও মজবুত করে যে মানব প্রজাতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তা অন্য জায়গাতেও ছড়িয়ে পড়ে।" "যদি তা সত্যি হয়, তা হলে আফ্রিকা এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে এর সমর্থনে পর্যাপ্ত প্রমাণ পেতে হবে যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। স্পষ্টতই, এই প্রাচীনতম "ডেটিং" (সুলাওয়েসি দ্বীপে পাওয়া গুহা চিত্রের বয়সের প্রসঙ্গে) একটা নির্দিষ্ট সাইটে একটা প্যানেলে কাজ করে পাওয়া গিয়েছে।"

কী থেকে মানব চিন্তার বিকাশ হয়ে থাকতে পারে যার প্রতিফলন গুহার চিত্রেও পাওয়া গিয়েছে, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কোনও একটা সময় মানুষের মস্তিষ্কে কিছু ঘটেছিল (যার ফলে চিন্তার বিকাশ) এমন ভাবনাটা বেশ রোমান্টিক। কিন্তু আমি মনে করি যে প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পের অনেক উদাহরণ রয়েছে এর আগেও রয়েছে।"

লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের অধ্যাপক ক্রিস স্ট্রিংগার বিশ্বাস করেন যে প্রাচীন প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পের উদাহরণ

"আশা করা যায় অন্যান্য সাইট থেকে আরও বেশি 'ডেটিং' করা হবে যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের (সুলাওয়েসি দ্বীপে পাওয়া গুহা চিত্রের) সঠিক বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।"

কোনও বস্তু বা ঘটনার বয়সকাল নির্ধারণের জন্য 'ডেটিং' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সময়কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'ডেটিং'-এর এক নয়া পদ্ধতি গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিশা দিয়েছে।

এই পদ্ধতিতে লেজার ব্যবহার করে শিল্পের নিদর্শনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে কাটা হয়। যার ফলে গবেষকরা শিল্পকলার বিভিন্ন সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম অংশকে আরও বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করতে সক্ষম হন এবং তার সঠিক ডেটিং নির্ধারণ করতে পারেন। ডেটিং এর এই নতুন পদ্ধতি আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে, সারা বিশ্বে যে কয়টি গুহাযুক্ত সাইট রয়েছে তার বয়সকাল পুনরায় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

এর হাত ধরে প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পের উত্থানের সময়কাল আরও খানিকটা পিছিয়ে যেতে পারে বলে অনুমান করা হয়। এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে এবং তাদের যা বয়স জানা গিয়েছে, দেখা যাবে তার আগেও প্রতিনিধিত্ব মূলক শিল্পের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

মাত্র দশ বছর আগেও প্রাচীন গুহা শিল্পের একমাত্র প্রমাণ মিলেছিল স্পেন এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের মতো জায়গায়। এই আবিষ্কারের পর অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন সৃজনশীল চিন্তার জাগরণ যা শিল্প এবং বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে পরিচালিত করেছিল তার শুরু হয়েছিল ইউরোপে।

কিন্তু সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছিল ২০১৪ সালে দক্ষিণ সুলাওয়েসির এক গুহার আবিষ্কার। সেখানে সুম্পাং বিটা গুহায় মানুষের হাতের রঙিন ছাপ পাওয়া গিয়েছিল। আনুমানিক ৩৯ হাজার বছর আগের এই চিত্র।

এরপর ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়ার বোর্নিও দ্বীপের লুবাং জেরিজি সালেহ গুহায় ৪০ হাজার বছরেরও বেশি পুরনো এক অজানা প্রাণীর প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পকর্ম খুঁজে পান বিজ্ঞানীরা। মনে করা হতো এটাই প্রাচীনতম প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্রকর্ম। সেই ধারণাও ভেঙেছে। গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যাডাম ব্রুম মনে করেন, ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপের গুহায় ৫১ হাজার দুশো বছরের পুরানো যে সর্বশেষ আলঙ্কারিক চিত্র আবিষ্কার হয়েছে সেটা শিল্পের ইতিহাসে গল্প বলার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তার ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করেছে।

অধ্যাপক ব্রুম বলেছেন, "এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে সুলাওয়েসিতে আমরা যে এখনও পর্যন্ত প্রাচীনতম যে গুহা শিল্প পেয়েছি তা দৃশ্যের সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ, এই চিত্রকর্মে মানুষ এবং প্রাণীর মিথস্ক্রিয়া এমনভাবে আঁকার চেষ্টা ছিল যা এক ধরনের আখ্যান। এক কথায় বলতে গেলে গল্প বলতে চাওয়া হয়েছিল।"

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার পোল্যান্ড পৌছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওয়ারস মিলিটারি বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানানো হচ্ছে।

দামোদরে ৫২ শতাংশ বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে - দাবী ডিভিসির

দুর্গাপুর, ২১ আগস্ট (হি. স.) : মুশলধারায় বৃষ্টি হলে উথলে ওঠে দামোদর। জল ছাড়তে হয় ডিভিসির মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারের। আর তাতেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরী নিম্ন দামোদর তীরবর্তি এলাকায়। আর ওই জল ছাড়া ও নিম্ন দামোদরে তীরবর্তি বন্যা পরিস্থিতিকে ''ম্যানমেড'' বন্যা বলে অভিযোগ তোলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আর ওই অভিযোগের আঙ্গুল বারবারই ওঠে ডিভিসির দিকে। আবার আগামী ১৫ দিন বৃষ্টিপাত না হলে সেচের জলের আর্জি রাজ্যের। তবে চলতি মরশুমে রাজ্যের অভিযোগকে উড়িয়ে ৫২ শতাংশ বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে বলে এমনই দাবী করল ডিভিসির চেয়ারম্যান সুরেশ কুমার। প্রশ্ন, এই বন্যা নিয়ন্ত্রণে কৌশল কি?

প্রসঙ্গত, দামোদর নদে ও পাহাড়ের কোলে বাঁধ দিয়ে তৈরী হয়েছে মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার। সভ্যাতার অগ্রগতির সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যাবহার বেড়েছে। প্রয়োজন পড়েছে জল সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের তাগিদে। সম্প্রতি প্রযুক্তির ব্যাবহার করে এরকমই নজির গড়েছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)। মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধরে ন্যাশনাল হাইড্রোলিক প্রজেক্টে বসানো হয়েছে কম্পিউটারাইজ কন্টোল রুম। যেখানে স্যাটেলাইট মাধ্যমে জলাধারে ও তার উপরিভাগের বৃষ্টিপাতের ছবি ধরা পড়ছে। কন্টোলরুমে বসে জলাধারে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি জল ছাড়া হচ্ছে। কন্টোল রুমে বসেই গোটা সিস্টেমটি চলছে মনিটারিং। কত পরিমান জল ছাড়া হবে, সেসব কন্টোলরুমে বসেই করা যাবে। শুধু তাই নয় তার ডাটা সরাসরি প্রতি ঘন্টায় আপডেট পৌঁছাবে রাজ্য জলসম্পদ ও কেন্দ্রিয় জল কমিশনে। সিস্টেমটি প্রতিস্থাপনে ব্যায় হয়েছে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। গত ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং এছাড়াও ওই প্রজেক্ট মাধ্যমে আরও প্রযুক্তির কাজ হয়েছে। ডিভিসি সূত্রে জানা গেছে, জলাধারের আশপাশে নিম্ন ও উপরিভাগে মোট ৮৩ টি স্টেশন করা হয়েছে। যার মধ্যে ৫৪ টি স্টেশন থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমান জানা যাবে। এছাড়াও দামোদর ও বরাকর নদীর ওপর ১২ টি গেজিং স্টেশন করা হয়েছে। ওইসব স্টেশনে সেনসার বসানো হয়েছে। তার মাধ্যমে জলের লেবেল জানা সহজ হয়েছে। এছাড়াও মাইথন জলাধার থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজ ৬৬ কিলোমিটার। জলাধারের নিম্নবর্তি এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যাবহারের কাজ হয়েছে। মাইথন জলাধার থেকে জল কতটা জল ছাড়লে কত সময়ের মধ্যে দুর্গাপুর ব্যারেজ পৌঁছাবে। ওই জলে কোন এলাকা প্লাবিত হতে পারে, তার আগাম জানা সহজ হয়েছে। তাতে আগাম সতর্ক করা যায় সম্ভাবিত প্লাবিত এলাকায়। এছাড়াও ঝাড়খন্ডে ডিভিসির মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারের নিম্নবর্তী বেনিয়ন্ত্রিত খুদিয়া ছোট নদী মিশেছে। যার ক্যাচমেন্ট এরিয়া প্রায় ৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার। ১৯৭৮ সালে এই খুদিয়া নদী ফুলে উঠেছিল। যা চিন্তার ভাঁজ ফেলে ছিল সেচ দফতরকে। ঝাড়খন্ডে প্রবল বৃষ্টিপাত দরুন ওই নদীর জলস্রোত বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও দামোদরের জলে দুষণ নির্নায়ক ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে। তাতে জলের গুনগত মান ও কি পরিমান দুষণ রয়েছে, তা সহজে নির্ধারণ করা যায়। আর এইসবই প্রযুক্তি ব্যাবহারে জলাধার ও দামোদরের ওপর মনিটারিং রাখতে সহজ হয়েছে ডিভিসির। চলতি ১-২ আগস্ট রাজ্য ছাড়াও ছত্তিশগড়, বিহার ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ায় তেনুঘাট থেকে ১ লক্ষ কিউসেকের ওপর জল ছাড়া হয়। এবং ওই জল পাঞ্চেত জলাধারে আসায়, সেখান থেকে পর্য্যায়ক্রমে জল ছাড়া হয়। একইরকমভাবে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়। ফলে নিম্ন দামোদরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরী হয়। আর এই জল ছাড়া নিয়ে বিস্তর চাপানউতোর শুরু হয়। যদিও বারবারই রাজ্য সরকার ডিভিসির দিকে আঙ্গুল তুলে ''ম্যানমেড'' বন্যা বলে অভিযোগ তোলে। মঙ্গলবার দুর্গাপুরে ডিটিপিএস পরিদর্শণে এসে ডিভিসির চেয়ারম্যান দাবী করে বলেন,' আগে রাজ্য সরকারে যখন ছিলাম সেটা ভুক্তভোগী। এখন বৃষ্টিপাত কখন কোন জলধারের উপত্যকায় হবে আগাম জানা যায়। এছাড়াও একটা মডেলিং করা গেছে, কত বৃষ্টি হলে জলাধারে কত জল আসবে। সেইমতো এবারে মাইথন, পাঞ্চেত থেকে আগাম কিছুটা করে জল ছাড়া হয়েছে। এছাড়াও নিষেধ স্বত্ত্বেও যেভাবে তেনুঘাটের ছাড়া ১ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছিল। সেটা খবর পাওয়ার পর পাঞ্চেত জলাধার থেকে পর্য্যায়ক্রমে জল ছেড়ে কিছুটা খালি করা হয়। এবং নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। সেকারনে এবারে ৫২ শতাংশ বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।' আবহাওয়া দফতরের পুর্বাভাস মোতাবেক ১৮-২১ আগস্ট ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, আপতত বৃষ্টির সেভাবে দেখা নেই। এদিকে আবহাওয়া দফতরের সুচনা মোতাবেক মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারের জলস্তর কম করায় জলসঙ্কটের আশঙ্কা রয়েছে। ডিভিআরআরসি সূত্রে জানা গেছে, মাইথন জলাধারে জলধারন ক্ষমতা ৪৮৩ ফুট জল রয়েছে। কিন্তু এখন মাইথন জলাধারে জলস্তর রয়েছে ৪৭২ ফুট। একইরকমভাবে পাঞ্চেত জলাধারে ৪২৫ ফুট পর্য্যন্ত জলধারন ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু, অনাবৃষ্টির দরুন, জলাধারে জলস্তর ৪১০ ফুটে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, আগামী ১৫ দিনে বৃষ্টিপাত না হলে আবারও সেচের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার কিউসেক জল লাগতে পারে বলে ডিভিআরআরসিকে আগাম জানিয়ে রেখেছে রাজ্য। আর এখানেই অশনি সঙ্কেত। ওই সেচের জল ছাড়তে হলে পাঞ্চেতে জলস্তর আরও কমবে। তার ওপর দুর্গাপুর, আসানসোল- রানীগঞ্জ নগরায়নের জন্য দৈনিক প্রায় দেড় হাজার কিউসেক জল লাগে। আগামীদিনে যেভাবে নগরায়ন বাড়ছে, তাতে আরও জলের প্রয়োজন। এছাড়াও রয়েছে কৃষিতে সেচের জল ও শিল্পায়নে জলের জোগান। আসানসোল-দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, জামুড়িয়া, কাঁকসা, পানাগড় ও বড়াজোড়া শিল্পতালুক ব্যারেজের জলের ওপর নীর্ভরশীল। এছাড়াও রয়েছে ওইসব শিল্পাঞ্চলের মেজিয়া, অন্ডাল, ডিটিপিএস, ডিপিএলসহ ৫ টি গুরুত্বপুর্ণ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, যেগুলি ব্যারেজের জল না পেলে মুখ থুবড়ে পড়বে। স্বাভাবিকভাবেই আগামীদিনে বৃষ্টিপাত যদি না হয়, তাহলে বরোচাষের জলের টান পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

রাজ্যসভা উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী মমতা মোহন্ত

ভুবনেশ্বর, ২১ আগস্ট (হি.স.): রাজ্যসভা উপনির্বাচনের জন্য বুধবার মনোনয়ন জমা দিলেন ওড়িশার বিজেপি প্রার্থী মমতা মোহন্ত। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির উপস্থিতিতে রাজ্যসভা উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেন।

মনোনয়ন পেশ করে তিনি বলেছেন, আজ আমি মনোনয়ন দাখিল করেছি। আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি এবং দলীয় নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানাই। আমি চেষ্টা করব যাতে সবাই তাদের অধিকার পায়, মানুষের সেবায় কাজ করাই আমাদের লক্ষ্য।

আর জি কর-কাণ্ড : যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ চিকিৎসকদের

মুম্বই, ২১ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখালেন চিকিৎসকরা। বুধবার যন্তর মন্তরের সামনে প্রতিবাদে সামিল হন সেখানকার চিকিৎসকরা।

উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে এক তরুণী চিকিৎসককে 'ধর্ষণ' ও 'খুন' করা হয়। এই ঘটনায় গর্জে ওঠে গোটা দেশ। চিকিৎসকরা কর্মবিরতি শুরু করেন দেশের একাধিক হাসপাতালে। যার জেরে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হয়।

আলোর শহরে নামল আঁধার, প্রয়াত চন্দননগরের আলোকশিল্পী বাবু পাল

চুঁচুড়া, ২১ আগস্ট (হি.স.): আঁধার নামল 'আলোর শহর' চন্দননগরে। প্রয়াত হয়েছেন বিশিষ্ট আলোকশিল্পী বাবু পাল। চন্দননগরের আলো মানেই বাবু পাল। তাঁর আলো ছাড়া চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপুজো যেমন হয় না, তেমনই হয় না কলকাতার অনেক দুর্গাপুজোও। শুধু তাই নয় রাজ্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে ভিনরাজ্য এমনকী বিদেশেও আলোর হাত ধরে নিজের পরিচিতি বানিয়েছেন সুপ্রিম কুমার পাল ওরফে বাবু পাল। মঙ্গলবার গভীর রাতে কলকাতারই একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আলোর জগতের এই দিকপাল শিল্পী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। দীর্ঘ দিন ধরেই ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। চন্দননগরে আলোর জাদুকর বলা হয় শ্রীধর দাসকে। নানা ধরনের আলোর সাজের মাধ্যমে চন্দননগরের আলোকে প্রথম বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেন তিনিই। আর শ্রীধর দাসের পর বাবু পাল তাঁর নিজস্ব সৃজনশীলতায় চন্দননগরের আলোকে এক অন্য পর্য্যায়ে নিয়ে যান। সর্বত্রই আলোর বিষয়ে এককথায় ডাক পড়ত বাবু পালের। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া চন্দননগরে। শোকস্তব্ধ শিল্পজগৎ সহ গোটা বাংলাও।

কালনায় স্কুলে যাওয়ার পথে ছাত্রীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ প্রতিবেশীর

কালনা, ২১ আগস্ট (হি. স.) : কালনার মেদগাছি পাইকপাড়া এলাকায় স্কুলে যাওয়ার পথে ছাত্রীকে দাঁড় করিয়ে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারে প্রতিবেশী। বুধবার সকালে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় এলাকার লোকজনই পাটমহল গার্লস হাই স্কুলের আরাধ্যা দাস নামে ষষ্ঠ শ্রেণির ওই ছাত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চলছে চিকিৎসা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে এক বন্ধুর সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছিল ওই ছাত্রী। অভিযোগ, রাস্তাতেই প্রতিবেশী রামকৃষ্ণ দাস নামে এক যুবক তার পথ আটকায়। আচমকা হাতে থাকা জমিতে ঘাস কাটার নিড়ানি দিয়ে অতর্কিতে তার ওপর আক্রমণ করে। হাত, মুখে, মাথায় নানা জায়গায় এলোপাথাড়ি কোপ মারতে থাকে। মুহূর্তেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ওই ছাত্রী। পাশে থাকা বন্ধুদের চিৎকারে ছুটে আসে আশপাশের লোকজন। উদ্ধার করা হয় ছাত্রীকে। সোজা নিয়ে যাওয়া হয় কালনা হাসপাতালে। সেখানেই চলছে চিকিৎসা।

ইরানে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস; মৃত্যু ৩৫ জন পাক নাগরিকের, আহত বহু

তেহরান, ২১ আগস্ট (হি.স.): ইরানে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে মৃত্যু হল অন্তত ৩৫ জন পাকিস্তানি নাগরিকের। পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়েছেন অনেক যাত্রী। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার রাতে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইরানের ইয়াজদ প্রদেশে। ৫১ জন পাকিস্তানি তীর্থযাত্রী ইরাকে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইরানের ইয়াজদ প্রদেশের 'দেহশির-টাফ' চেক পয়েন্টের কাছে আসতে আচমকাই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এমনকি ওই বাসটিতে আগুনও লেগে যায় বলে খবর।ইরানের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের প্রধান আলি মালেক জাদেক জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পরই গুরুতর আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আপাতত সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, এই দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসার পরই পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী ইসহাক ডার শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক।"

৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৩ নং বুথে বন্যার জলে আটক গৃহবন্ধী লোকজনদের সাহায্যের হাত বারিয়েদিলো বুথ সভাপতি। প্রবল বর্ষায় সারা রাজ্য দিশেহারা। বর্ষার জলে জলমগ্ন হয়ে শান্তির বাজার মহকুমার ব্যাপক ক্ষতিহয়েছে। শান্তির বাজার মহকুমার অনেক লোকজন গৃহছাড়াহয়ে শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। অপরদিকে অনেক পরিবারের লোকজন বর্ষার জলেরফলে গৃহবন্ধী হয়ে রয়েছে। শান্তির বাজার বিধানসভাকেন্দ্রের ৪৩ নং বুথের অধিকাংশ লোকজন জলের প্রভাবে গৃহবন্ধী হয়েররয়েছে। উনারা শিবিরে অংশগ্রহন নাকরলেও গৃহবন্দী হয়ে রয়েছে। সকলে সঠিকভাবে খাবার সংগ্রহ করতে পারছেনা। এইলোকজনদের প্রসাশনিক ভাবে কোনোপ্রকার খোঁজ খবর না রাখলেও বুধবার এলাকার গৃহবন্ধীদের খোঁজ খবর নিতে ছুটে আসলো ৪৩ নং বুথের বুথ সভাপতি সুজিত দে। তিনি নিজ সাধ্যমতো বন্যারজলে গৃহবন্ধীদের সাহায্যের হাত বারিয়েদেয়। সুজিত দে এর এইধরনের সামাজিক কর্মসূচীর জন্য সকলে উনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিশ্ব স্থিতিশীলতা ও শান্তির জন্য ভারতের উত্থান শুভ লক্ষণ উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি. স.): বিশ্ব স্থিতিশীলতা ও শান্তির জন্য ভারতের উত্থান শুভ লক্ষণ। জোর দিয়ে বললেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। তিনি বলেছেন, পুনরুদীয়মান আফ্রিকা এবং উদীয়মান ভারত দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাকে গতি দিতে পারে। বুধবার নতুন দিল্লিতে ১৯-তম সিআইআই ইন্ডিয়া-আফ্রিকা বিজনেস কনক্লেভের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড় বলেছেন, স্বচ্ছ প্রযুক্তি, জলবায়ু সহনশীল কৃষি, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সংযোগের ক্ষেত্রে ভারত-আফ্রিকা সহযোগিতার অপার সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেছেন, ভারত আফ্রিকার সঙ্গে নিজস্ব মহাকাশ ক্ষেত্রে সহযোগিতার অগ্রগতি করছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ডিজিটাইজেশন দেখেছে। উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত আফ্রিকান ইউনিয়নের অগ্রাধিকারের প্রতি নিজস্ব প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে সক্ষমতা-নির্মাণ, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার সুযোগ প্রদান করে। ধনখড় আরও বলেন, ভারত আফ্রিকার চতুর্থ বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার এবং বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং একটি গতিশীল দেশ হিসাবে ভারত আফ্রিকার সঙ্গে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং লালন করেছে।

দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন সম্ভাবনা প্রবল, শুরু রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ

দীঘা, ২১ আগস্ট (হি.স.): পুজোর পর দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের সম্ভাবনা প্রবল, সেই লক্ষ্যে শুরু হয়েছে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ। রেল স্টেশন থেকে দীঘা থানা পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেছে পূর্ত দফতর (সড়ক)। লক্ষ্য নতুন জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার পথকে ভালো করা। এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্যর কথা মাথায় রেখে। দীঘার ওড়িশা সীমানা থেকে ওয়েলকাম গেট পর্যন্ত ১১৬ বি জাতীয় সড়ক ফোর লেনের হবে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন দীঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক মহকুমা শাসক শৌভিক ভট্টাচার্য। দীঘার পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে আছে দীঘাকে যানজট মুক্ত করতে এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত করতে মোটর চালিত ভ্যান রিক্সা বন্ধ করা। উল্লেখ্য, পুজোর পরেই দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হওয়ার কথা।

মহারাষ্ট্রের রাজ্যসভা আসনের জন্য মনোনয়ন পেশ বিজেপি প্রার্থী ধৈর্য্যশীল পাটিলের

মুম্বই, ২১ আগস্ট (হি.স.) : মহারাষ্ট্র থেকে রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিলেন মহারাষ্ট্রের বিজেপি প্রার্থী ধৈর্য্যশীল পাটিল। মহারাষ্ট্র বিজেপির প্রধান চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে, মুম্বই বিজেপির প্রধান আশিস শেলার, বিধায়ক প্রবীণ দারেকর এবং অন্যান্য বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে তিনি তাঁর মনোনয়ন জমা দেন।

উল্লেখ্য, বিজেপির তরফে ধৈর্য্যশীল পাটিলকে মহারাষ্ট্র থেকে রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করা হয়। ২০২৩ সালের আগে ধৈর্য্যশীল পাটিল ভারতের কৃষক এবং ওয়ার্কার্স পার্টি—র সদস্য ছিলেন। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন।

নিখোঁজ ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য বীরভূমে

বীরভূম, ২১ আগস্ট (হি. স.) : প্রায় ছ'দিন নিখোঁজ ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য বীরভূমের মহম্মদবাজার থানা এলাকার বুড়াবাঁধ এলাকায়। প্রায় ছ'দিন নিখোঁজ থাকার পর বুধবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম অশোক ঘোষ (২০)। পরিবারের দাবি, খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এদিন সকালে বুড়াবাঁধ এলাকায় একটি জঙ্গলে গাছের সঙ্গে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহের পাশেই তাঁর বাইক ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূতুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খয়ড়াকুড়ি গ্রামের বাসিন্দা অশোক ঘোষ।

সন্দীপ ঘোষের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশকে নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি. স.) : সন্দীপ ঘোষের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশকে। বুধবার এমনটাই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি।

পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চে সন্দীপ ঘোষের পরিবারের নিরাপত্তার আর্জি চেয়ে মামলার শুনানি হয়। এই মামলার আদালতের নির্দেশ, সন্দীপ ঘোষের পরিবারের নিরাপত্তায় যেন কোনও ফাঁক না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে পুলিশকে। যদিও এখন বাড়ির সামনে পুলিশ পিকেট রয়েছে বলে রাজ্যে জানিয়েছে। বেলেঘাটায় সন্দীপ ঘোষের বাড়ি। আর সেই বাড়িতেই স্ত্রী, শ্বশুর, শাশুড়িকে নিয়ে থাকেন সন্দীপ ঘোষ। সেখানে হামলার আশঙ্কা করছেন তিনি। তাঁর শ্বশুর রামকৃষ্ণ দাস নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন। এদিনের মামলার শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, "পুলিশ আপনাকে নিরাপত্তা দেয়নি? কী ধরনের হামলার আশঙ্কা করছেন? আপনার এলাকায় পুলিশ নেই?''মামলাকারীর আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য বলেন, "প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ আমাকে পুলিশের কাছে আবেদন করতে বলেছেন। আমাকে প্রতিদিন সিবিআই অফিসে দৌঁড়তে হচ্ছে।" তিনি সওয়াল করেন, ১৪-১৫ আগস্ট আর জি করের ঘটনার পর থেকে বাড়ির সামনে কয়েক হাজার লোকের জমায়েত হয়। রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়, বাড়ির সামনে ২৪ ঘণ্টা পুলিশ পিকেট রয়েছে। মোবাইল ভ্যান এলাকায় রয়েছে। ওসি বেলেঘাটা পদক্ষেপ করছে। এরপরই হাইকোর্টের তরফে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়, বেলাঘাটায় সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তা থাকবে।

ভারী বর্ষণে আগরতলায় সাধারণ জনজীবনে ছন্দপতন ঘটেছে। জল ডিঙিয়ে সারমেয়কে নিয়ে যাচ্ছেন ঠেলা গাড়ির চালক। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

খুব পরিচিত যেসব ফল দেশে হলেও আসলে দেশি নয়

সানজানা চৌধুরী

"বারো মাসে বারো ফল, না খেলে যায় রসাতল'-এই খনার বচন থেকেই ধারণা করা যায় বাংলাদেশের মানুষদের জন্য ফলের গুরুত্ব কতোটা।

কৃষি তথ্য সার্ভিস অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় ১৩০ রকমের ফল জন্মায়। এর মধ্যে প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় ৭২টি ফলের চাষাবাদ হয়। দুই দশক আগেও হতো ৫৬ প্রজাতির ফল চাষ।

বাংলাদেশে মূলত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফল বেশি পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলে দেশি ফল বলতেই প্রথমে যে নামগুলো আসে তা হলো আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু, পেঁপে, পেয়ারা, বরই, আমড়া, সফেদা, আনারস, কলা, জাম্বুরা, চালতা, তরমুজ, জামরুল, জলপাই, লটকন, কামরাঙ্গাসহ আরও নানা ধরনের ফল।

এসব ফল আমরা এতদিন দেশি ফল হিসেবেই জেনে এসেছি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল দেশি ফল হিসেবে জানা এমন অনেক ফলই আছে যাদের প্রকৃত উৎপত্তি বাংলাদেশে বা আশেপাশে নয় বরং হাজার মাইল দূরের।

সেক্ষেত্রে প্রকৃত দেশি ফল কোনগুলো সেটা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা তাদের গবেষণাধর্মী মতামত জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. গোলাম রাব্বানীর মতে, অনাদিকাল ধরে যেসব ফল অনায়াসে এই দেশে বা আশেপাশের উপমহাদেশীয় অঞ্চলে জন্মেছে এবং ভালো ফলন দিয়েছে সেসব ফলকে দেশি ফল বলা যেতে পারে। দেশি ফলের বৈশিষ্ট্য হল তারা ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ুর সাথে খুব ভালোভাবে মানিয়ে যায়। উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়ার কারণে এসব ফল স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময় হয়ে থাকে। এসব ফলের গাছে তেমন কোনো সার বা সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় না। একরকম বিনা যত্নেই এসব ফল এ দেশের মাটিতে ভালো ফলে। কৃষি তথ্য সার্ভিস জানিয়েছে, ঝড়-বাতাস কিংবা বন্যা খরাও সাধারণত দেশি ফলের গাছকে সহজে মারতে পারে না।

কেননা এসব গাছের ব্যাপকভাবে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে, যা অনেক বিদেশি ফলের নেই।

দেশি ফলের আর একটা সুবিধা হলো, এসব ফল বা ফল গাছে বিদেশি ফল গাছের মতো অত বেশি রোগ পোকার আক্রমণ হয় না। বিদেশি ফলের চাইতে দেশি ফলে পুষ্টিগুণও বেশি থাকে বলে পুষ্টিবিদরা জানিয়েছেন।

সে অর্থে বাংলাদেশে প্রচলিত ফলগুলোর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি ফলের উৎপত্তি এই অঞ্চলে হয়েছে।

অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রচলিত ২৫টি ফলের উৎপত্তির বিষয়ে জানিয়েছেন।

আরও পড়তে পারেন

আম- কৃষি তথ্য সার্ভিসের মতে, আম বাংলাদেশের প্রধান চাষযোগ্য ফল। মি. রাব্বানীর মতে এটি ভারতীয় উপমহাদেশীয় ফল। সে হিসেবে একে দেশি ফল হিসেবেই ধরা হয়। এর আদি নিবাস দক্ষিণ এশিয়া।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ফলটি ভারতের উত্তর—পূর্বাঞ্চলীয় হিমালয় সংলগ্ন পাদদেশ, মিয়ানমার, বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা, মালয় এবং ইন্দো-বার্মা অঞ্চল থেকে এসেছে।

প্রাচীন ভারতের বহুবিধ ধর্মীয়, সামাজিক ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে, প্রাচীন শিল্পকলায় আম, আমের মুকুল, পাতা ইত্যাদির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'দ্য ম্যাঙ্গো' বই থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তর—পূর্ব ভারত ও মিয়ানমারে বুনো আমগাছের রেকর্ড পাওয়া গিয়েছে।

আবার কোন কোন ফলবিদদের মতে, আম এসেছে ইন্দো-চায়না অঞ্চল অর্থাৎ ভিয়েতনাম, চীন, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, ইন্দোনেশিয়া থেকে।

একসময় আম কেবল বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় ফলতো। তবে কৃষি তথ্য সার্ভিস বলছে বর্তমানে ৩০টিরও বেশি জেলায় আমের চাষ হচ্ছে।

এটি মূলত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের ফল। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আমের ১২৭ জাত পাওয়া গেছে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- গোপালভোগ, ল্যাংড়া, হিমসাগর, ফজলি, খিরসাপাত, বারি আম, বাউ আম, ভাসতারা, লক্ষণভোগ, আম্রপালি, মিসরিভোগ, আশ্বীনা, চৌনা, কোহিতুর, মোহনভোগ, কিষাণভোগ, পুষা, মাধুরী, রুবি, মঞ্জিরা, সাবরী, রাতুল ইত্যাদি।

কাঁঠাল- জাতিসংঘের খাদ্য বিষয়ক সংস্থা এফএও এর তথ্য মতে, বার্ষিক উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে, আমের পরে কাঁঠাল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফল, যা মোট ফল উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি।

কাঁঠাল মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের একটি ফল। অর্থাৎ দেশি ফল।

বাংলাদেশে কাঁঠালের প্রধান চারটি জাত হচ্ছে- বারি কাঁঠাল, খাজা, আদরাসা ও গালা।

কৃষি তথ্য সার্ভিস জানিয়েছে সাধারণত জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ় মাসে কাঁঠাল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

কলা-বারোমাসি ফল কলার উৎপত্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশ, আসাম ও ইন্দো চীনে হয়েছে। বাংলাদেশের উষ্ণ জলবায়ু সম্পন্ন পরিবেশ কলা জন্মানোর জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে, বাংলাদেশে প্রায় ৪০-৫০টি জাতের কলার চাষ হয়। এগুলোর মধ্যে অমৃত-সাগর, সবরি, কবরি, চাঁপা, সিঙ্গাপুরি বা কাবুলি, মেহেরসাগর, এঁটে বা বীচিকলা, কাঁচকলা বা আনাজি কলা, জয়েন্ট গভর্নর এসব উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের নরসিংদী, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া, যশোর, ঝিনাইদহ, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশালসহ বিভিন্ন জেলায় এসব কলা উৎপন্ন হয়। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, জেলায় বনকলা, বাংলা কলা, মামা কলাসহ বিভিন্ন ধরনের বুনো জাতের কলা চাষ হয়ে থাকে।

জাম-জামের উদ্ভব হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে। পরে এটি সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে।

বাংলাদেশে প্রধানত দুই জাতের জাম পাওয়া জায়। একটি হল ছোট জাতের ক্ষুদি এবং আরেকটি বড় আকারের রসালো ও মিষ্টি মহিষে জাত।

কৃষি তথ্য সার্ভিস জানিয়েছে, এটি মূলতগ্রীষ্মের শেষ ও বর্ষাকালের শুরুর সময়ের ফল। অন্য সব মৌসুমি ফলের তুলনায় জামের স্থায়ীকাল বেশ কম। সাধারণত জুন জুলাই মাসে এর ফল পাকে।

গাছটির প্রথমে দেখা গিয়েছে দক্ষিণ এশিয়া, সিলন, আন্দামান ও ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জে। বাংলাদেশ ছাড়াও পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়ায় এ ফল ব্যাপকভাবে চাষ হয়। আমাদের দেশে কুমিল্লা, নোয়াখালী, গাজীপুর, সিলেট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় জাম বেশি উৎপন্ন হয়।

টক মিষ্টি সুস্বাদু এই ফল ও বীজ বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং চীনে বিভিন্ন কবিরাজি বা হেকিমী চিকিৎসায়, আয়ুর্বেদী চিকিৎসা সেইসাথে ইউনানি এবং চৈনিক চিকিৎসাতে ব্যবহার হয়ে থাকে।

বরই/ কুল- অম্লমধুর স্বাদের ফল বরই বা কুল হল দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ফল বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী। বাংলাপিডিয়া অনুযায়ী, ভারতের উত্তরাঞ্চল, চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও মালয়েশিয়ার মধ্যবর্তী এলাকা কুলের আদি জন্মস্থান। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার শুষ্ক এলাকায় কুলের চাষ হয়।

বরইয়ের প্রায় ৪০টি প্রজাতি রয়েছে, তবে ভারতীয় কুল ও চীনা কুল সবচেয়ে বেশি চাষ হয়।

বাংলাদেশে বরই এর উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে বারি কুল ১, ২ ,৩, বাউ কুল ১, ২, বিইউ কুল-১, আপেল কুল, নারিকেলি কুল ইত্যাদি বেশ নামকরা বলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর থেকে জানা গিয়েছে।

নারিকেলি কুল ফল লম্বাটে ও মাকু আকৃতির, অগ্রভাগ সুচালো, বীজ লম্বাটে ও ছোট, শাঁসের পরিমাণ বেশি। সাতক্ষীরা, রাজশাহী ও তার আশেপাশের এলাকায় এ কুল বেশি জন্মাতে দেখা যায়। কুমিল্লা জেলার কচুয়া, বরুড়া ও চান্দিনা উপজেলা ও তার পার্শবর্তী এলাকায় নারিকেলি কুল বা ডাব কুল বেশি জন্মে।

মংলা, শরণখোলা, মোড়লগঞ্জ সহ দক্ষিণাঞ্চল; বালু জায়গা যেমন- সেন্টমার্টিন ও সোনাদিয়া দ্বীপ, টেকনাফ, কক্সবাজার, মংলা, আবার পাহাড়ি এলাকা যেমন- রাঙ্গামাটিতে চাষ হয় বাউকুল-১।

জাত অনুসারে মধ্য পৌষ থেকে মধ্য চৈত্র (জানুয়ারি থেকে মার্চ) মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়।

আখ/গেন্ডারি- ঘাজাতীয় উদ্ভিদ বা ফল আখ প্রাচীন নিবাস এশিয়ার সেইসব দেশে যেখানকার আবহাওয়া গ্রীষ্মপ্রধান, রৌদ্রোজ্জ্বল, উষ্ণ এবং মাটি আর্দ। বাংলাপিডিয়া বলছে আখের সরু আকৃতির জাত ভারত উপমহাদেশ, মালয়, ফিলিপাইন এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

আঠারো শতকের শুরু থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আমেরিকায় এটি চাষাবাদ শুরু হয়। নিউগিনিতেও প্রচুর আখ জন্মায়।

বাংলাদেশের সর্বত্র কমবেশি আখ জন্মালেও চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, ঢাকা, ফরিদপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, যশোর, কুষ্টিয়া, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা এবং রাজশাহী আখ চাষের প্রধান এলাকা। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ১০০টি দেশে আখের চাষ হয়। তবে প্রধান আখ উৎপন্নকারী দেশগুলি হচ্ছে ভারত, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, বার্বাডোজ, চীন, কিউবা, মেক্সিকো, মিশর, জ্যামাইকা, পেরু, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই, ফ্লোরিডা এবং লুইজিয়ানা। বর্ষজীবী ফসল হওয়ার কারণে প্রায় সারা বছরই মাঠে আখ থাকে। তাল কৃষি তথ্য সার্ভিস বলছে, তালের জন্মস্থান মধ্য আফ্রিকা বলে ধারণা হলেও অনেকে বলেন এটি আমাদের উপমহাদেশীয় বৃক্ষ।

বাংলাদেশের সব এলাকায় কমবেশী তাল উৎপাদন হলেও ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, রাজশাহী ও খুলনা এলাকায় সবচেয়ে বেশী উৎপাদন হয়।

তালের কোন অনুমোদিত জাত নেই। তবে এদেশে বিভিন্ন আকার ও রংয়ের তাল দেখা যায়। আবার কোন কোন তাল গাছে বারো মাসই কমবেশী তাল ধরে থাকে।

পাতার আগা সূচালো হওয়ায় বজ্রপাত রোধক গাছ হিসেবে এ ফলের আবাদ অতি জনপ্রিয়। বজ্রপাতের কবল থেকে প্রাণিকুলকে রক্ষা করার জন্য তাল গাছ সম্প্রসারণকে বেশ প্রাধান্য দেয়া হয়। অন্যান্য বেল ও কতবেল ভারতীয় উপমহাদেশের ফল বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী। কৃষি তথ্য সার্ভিস বলছে, বাংলাদেশের সর্বত্র বেল জন্মালেও রাজশাহী, কুষ্টিয়া, গাজীপুর জেলায় বেলগাছ বেশি দেখা যায়।

কদবেল নামে পরিচিত আরেকটি ছোট আকারের বেল বাংলাদেশে বেশ সমাদৃত। বাংলাদেশে সব জায়গায় কম বেশি কদবেল গাছ জন্মে। আমলকী ভারতীয় উপমহাদেশের ফল বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই প্রাকৃতিকভাবে আমলকী ফলে। তবে শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, সিরিয়া ইত্যাদি দেশে ফলটি চাষ হয়।

সাধারণত আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই ফল পাওয়া যায়। নানাবিধ ওষধি গুণের জন্য উপমহাদেশে আমলকী ও এর পাতা বেশ জনপ্রিয়। চালতা হল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ফল। এটি বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশে জন্মে বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী।

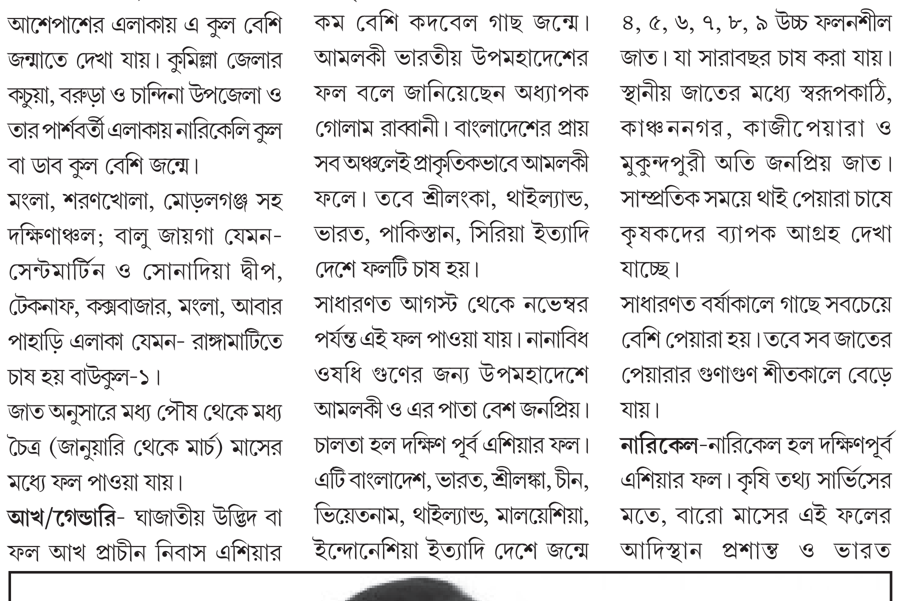

তবে অনেকের মতে চালতা মধ্য আমেরিকার একটি ফল। সাধারণত বর্ষার পর চালতা পাকে এবং শীতকাল পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

দেশের তবে দেশি নয়

লিচু

বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে লিচু ব্যাপকভাবে চাষ করা জনপ্রিয় ফল হলেও এই ফলের উৎপত্তি হয়েছে মূলত চীনে। সেইসাথে মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনাম অঞ্চলেও চাষ হতো। তাই একে দেশী ফল বলা যাবে না বলে জানিয়েছেন গোলাম রাব্বানী। পরবর্তীতে এই ফলটি ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ, ভারতীয় উপমহাদেশ, মাদাগাস্কার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলোয় ছড়িয়ে যায়।

বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও ঈশ্বরদীতে প্রচুর পরিমাণে লিচু চাষ হয়ে থাকে। লিচুর প্রায় ২০০ জাত রয়েছে, এরমধ্যে বাংলাদেশে বেদানা, গুটি, মাদ্রাজি, বোম্বাই, মঙ্গলবাড়ী, মোজফফরপুরী, চায়না, কদমী বেশি চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট বারি ১, ২, ৩, ৪ এই চার হাতের লিচু উদ্ভাবন করেছে।

জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহে আসে বারি ১, জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি বারি ৩, জ্যৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহে বারি ৪ এবং আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে বারি ২ জাতের লিচু আসে। এছাড়া চায়না ৩ নামে উন্নত জাতের লিচু চাঁপাইনবাবগঞ্জে, বোম্বাই জাত যশোর ও কুষ্টিয়ায় চাষ হয়। ভারতের মোজফফরপুর থেকে আসা মোজফফরপুরী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ হয়।

চীন থেকে আসা বেদানা লিচুর ফল পাওয়া যায় জুন জুলাই মাসে।

এছাড়া গুটি, মাদ্রাজি, মঙ্গলবাড়ী জাতের লিচু রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে চাষ হয়ে থাকে।

পেয়ারা-পেয়ারা মূলত দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকার ফল। এছাড়া মেক্সিকো, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে পেয়ারা বেশি জন্মে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে জানা যায়, পেয়ারার প্রায় ১০০টিরও বেশি প্রজাতি আছে। তবে বাংলাদেশে বারি পেয়ারা-১, ২, ৩, বাউ পেয়ারা-১, ২, ৩(লাল শাঁস বিশিষ্ট) ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ উচ্চ ফলনশীল জাত। যা সারাবছর চাষ করা যায়। স্থানীয় জাতের মধ্যে স্বরূপকাঠি, কাঞ্চননগর, কাজীপেয়ারা ও মুকুন্দপুরী অতি জনপ্রিয় জাত। সাম্প্রতিক সময়ে থাই পেয়ারা চাষে কৃষকদের ব্যাপক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

সাধারণত বর্ষাকালে গাছে সবচেয়ে বেশি পেয়ারা হয়। তবে সব জাতের পেয়ারার গুণাগুণ শীতকালে বেড়ে যায়।

নারিকেল-নারিকেল হল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ফল। কৃষি তথ্য সার্ভিসের মতে, বারো মাসের এই ফলের আদিস্থান প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ। এসব স্থান থেকেই পরবর্তীতে শ্রীলংকা, ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাপুয়া গিনি, ওশেনিয়া, আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ঘানাসহ পৃথিবীর প্রায় ৯৩টা দেশে এর বিস্তার ঘটে।

তবে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স এবং ভারত বেশি পরিমাণে নারিকেল উৎপাদন করেছে। গ্রীষ্মমন্ডলীয় ও উপ গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলোতে নারিকেল ভালো জন্মে। এ গাছের জন্য উষ্ণ ও আর্দ আবহাওয়া বেশ উপযোগী। বিশেষ করে যেখানে বছরের বেশিরভাগ সময় ধরে কিছু না কিছু বৃষ্টি ঝরে।

বাংলাদেশ বারী নারিকেল-১ এবং ২ নামে তারা দুটা নারিকেলের জাত অবমুক্ত করেছে। যেগুলো উপকূলীয় এলাকার ভেতরের অংশে দেখা যায়।

আনারস- আনারসের উৎপত্তি দক্ষিণ আমেরিকায়। কৃষি তথ্য সার্ভিসের মতে, গবেষকদের ধারণা এই ফলের উৎপত্তিস্থল ব্রাজিলে। আনুমানিক ১৫৪৮ সালের দিকে আমাদের এ অঞ্চলে আনারস এসেছে। এটি উৎপাদনে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে আছে ভারত, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, কোস্টারিকা, ব্রাজিল। আনারস বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং টাঙ্গাইল জেলায় ব্যাপকভাবে চাষ হয়। ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, দিনাজপুর জেলাতেও আনারসের চাষাবাদ হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল ও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর এলাকার আনারস একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচিত। আনারসের ঘোড়াশাল, জায়ান্টকিউ, জলঢুপি ও হানিকুইন জাত বেশি জনপ্রিয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে আগস্ট মাসে আনারস পাকে।

তরমুজ- গ্রীষ্মের সবচেয়ে প্রত্যাশিত ফল তরমুজ এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। বাংলাদেশে একসময় পতেঙ্গা ও গোয়ালন্দ নামে দুটি জাতের তরমুজ চাষ হতো।

বর্তমানে বারি তরমুজ-১, বারি তরমুজ-২, পাকিজা, টপইল্ড, গ্লোরি, তাইওয়ান, ওয়ার্ল কুইন, সুগার বেবি, চ্যাম্পিয়ন, এম্পার, নিউ সুপার ড্রাগন, ওয়ার্ল হিরো, ভিক্টোরি, ব্ল্যাক মাস্টার , হান্টার, সুপার আলেকজান্ডার, সুইট ক্রাঞ্চ, ব্ল্যাক চ্যাম্প, কারিশমা, বিএএই মেলন-১ চাষ হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট পদ্মা ও সাগর নামে দুটি জাত সারা দেশে চাষ করার অনুমোদন দিয়েছে।

তরমুজের প্রধান মৌসুম এপ্রিল-মে মাস। এছাড়া অন্য সময়েও তরমুজ পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ তরমুজ বেশি পাওয়া যায়।

এসব তরমুজকে অনেকে নাম দিয়েছেন 'বারোমাসি তরমুজ'। কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে এমনটা জানা গিয়েছে।

হবিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, মৌলভীবাজার, ভোলা প্রভৃতি জেলায় কিছু কৃষক ইতোমধ্যে এই বারোমাসি তরমুজ চাষ করছে। বারোমাসি জাতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্ল্যাক বেবি, ব্ল্যাক প্রিন্স, ব্ল্যাক বক্স, জেসমিন ১, জেসমিন ২, জেসমিন ৩ ইত্যাদি। এসব জাত বছরের যে কোনো সময় চাষ করা যায়।

মালটা- মাল্টা মূলত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি ফল বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী। কৃষি তথ্য সার্ভিসের মতে, ফলটির আদি উৎপত্তিস্থল ভিয়েতনাম, দক্ষিণ চীন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারত।

মাল্টা মূলত জাম্বুরা বা বাতাবিলেবু এবং কমলা এই দুই ফলের সংকরায়নের মাধ্যমে সৃষ্টি।

বাংলাদেশে চাষ উপযোগী জাতের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল বারি মাল্টা-১ অন্যতম। দেশি জাতের মাল্টা গাছে মার্চ এপ্রিলে অর্থাৎ ফাল্গুন চৈত্র ফুল আসে, ফল পাকে অক্টোবর নভেম্বরের দিকে বা কার্তিক মাসে। তবে বিদেশি জাতের মাল্টা সারাবছর ধরে পাওয়া যায়। কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে, কমলা লেবুর তুলনায় এর অভিযোজন ক্ষমতা বেশি। তাই চাষের জন্য পাহাড়ি এলাকা উৎকৃষ্ট।

পিরোজপুর সদরের বেশ কয়টি গ্রামের অসংখ্য বাগানে মাল্টা চাষ হয়ে থাকে। দক্ষিণের কয়েকটি পাহাড়ি এলাকায় মাল্টা চাষ হচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলের মাটি, পানি ও আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সেখানে মাল্টা চাষের বিরাট সম্ভাবনাময়।

অন্যান্য বর্ষার প্রচলিত ফল আমড়ার উৎপত্তি ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন্সে। পরবর্তীতে এই ফল বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। বাংলাদেশে বারি আমড়া ১ চাষ হয়। জেনে অবাক হবেন বারোমাসি ফল পেঁপে হল মধ্য আমেরিকার ফল। পরে এটি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে বারি পেঁপে-১, রেড লেডি, বাদশা রবি , খারিফ, শাহী পেঁপে চাষ করা হয়।

বাংলাদেশে প্রচলিত অন্যান্য ফলের মধ্যে জামরুল মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে এসেছে। কমলা চীন থেকে আসা একটি ফল যা পরে বাংলাদেশেও চাষ শুরু হয়। বাংলাদেশে বারি ১ জাতের কমলার চাষ হচ্ছে।

জাম্বুরা মালয়েশিয়ার ফল। বাংলাদেশে এফটিআইপি বাউ জাম্বুরা ১, ২, বারি বাতাবি লেবু ১, ২, ৩, ৪, ৫ চাষ হয়ে থাকে। সাধারণত ভাদ্রের প্রথম থেকে মধ্য আশ্বিন পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা হয়।

শরিফা এবং আতা ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে এসেছে। বাংলাদেশে মূলত থাই জাতের লাল ও সবুজ রংয়ের শরিফাই বেশি জনপ্রিয়।

এটি উচ্চ ফলনশীল ও বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষের উপযোগী। খেতে সুস্বাদু হলেও এই ফলটি এখনো অপ্রচলিত ফল হিসেবেই পরিচিত। অর্থাৎ বাজারে এটি ব্যাপকভাবে বিক্রি হয় না।

উষ্ণ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফল সফেদা মূলত মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চল ও ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে এসেছে। বাংলাদেশে বারি সফেদা ১, ২ চাষ হয়ে থাকে।

এই ফল দেশের মধ্যাঞ্চল বিশেষ করে ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও নরসিংদী এলাকায় ভাল হলেও দেশের অন্যান্য এলাকাতেও এই ফল চাষ হয়।

ডালিম এসেছে আফগানিস্তান থেকে। আবার অনেকে মতে এর আদি নিবাস ইরান এবং ইরাক। ককেশাস অঞ্চলে এর চাষ প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। সেখান থেকে তা ভারত উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করেছে।

বর্তমানে এটি তুরস্ক, ইরান, সিরিয়া, স্পেন, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরাক, লেবানন, মিশর, চীন, বার্মা, সৌদি আরব, ইসরাইল, জর্ডান, ফিলিপাইন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শুষ্ক অঞ্চল, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণ ইউরোপ এবং ক্রান্তীয় আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে। যে মৌসুমে যে ফল ছয় ঋতুর বাংলাদেশে সারা বছর ফল পাওয়া গেলেও সবচেয়ে বেশি বাহারি ফলের সমাহার দেখা দেয় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুন মাসে। এই সময়ে মধু মাসও বলা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশটির তাপমাত্রা, আর্দতা, আবহাওয়া, মাটি, জলবায়ু পরিবেশ সারা বছর বিভিন্ন ধরনের ফল চাষের উপযোগী। বাংলাপিডিয়ার তথ্য মতে বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের প্রায় ৬০ শতাংশ বৈশাখ থেকে শ্রাবণ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) এ চার মাসেই পাওয়া যায়। এ সময়কে মধুমাস বলা হয়। আর বাকি ৪০ শতাংশ ফল পাওয়া যায় অবশিষ্ট আট মাসে। শীতের মৌসুমে ফল তুলনামূলকভাবে কম জন্মায়। আবার, কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে জানা যায়, পৌষ থেকে চৈত্র মাসে মোট ফলের ২৪ শতাংশ, বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত ৫৪ শতাংশ ও ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত বাকি ২২ শতাংশ ফল পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের মধুমাসে মূলত আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, বাঙ্গি, তরমুজ, ডালিম, আনারস ফলে। বর্ষাকালে পাওয়া যায় পেয়ারা, লটকন, আমড়া, জাম্বুরা, জামরুল, ডেউয়া, কামরাঙা, কাউ, গাবসহ নানা ধরনের ফল।

শরৎকালের ফল হল জলপাই, তাল, জগডুমুর, অরবরই, আমলকী, করমচা, চালতা, ডেউয়া ইত্যাদি। হেমন্তের ফল- পানিফল, সাতকরা, কদবেল। বসন্তের ফল- বরই, তেঁতুল, আতা, শরিফা ইত্যাদি। অন্যদিকে নারিকেল, কলা হল সারা বছরের ফল। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ১০টি শীর্ষ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল (ট্রপিক্যাল ফ্রুট) উৎপাদনকারী দেশের একটি। সংস্থাটির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ বার্ষিক কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয়, পেঁপে উৎপাদনে চতুর্দশ, আম উৎপাদনে সপ্তম ও পেয়ারা উৎপাদনে বিশ্বে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে।

বিপন্ন হতে পারে যেসব ফল

একসময় যে অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে যে ফল উৎপাদিত হতো সেখানকার মানুষ শুধু সেই ফলই খেতো। এরপর শুরু হয় ফল চাষ করা। সেইসাথে বিদেশ থেকে বাহারি ফল আমদানি শুরু হয়। এক্ষেত্রে খেজুর প্রথম দিকের চাষ করা একইসাথে আমদানি করা ফল বলে মনে করা হয়।

কৃষি তথ্য সার্ভিস বলছে, বাংলাদেশে মোট ১৩০ প্রজাতির ফল রয়েছে। এর মধ্যে ৬০টি বুনো ফল। অর্থাৎ এসব ফল চাষাবাদ বা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয় না।

বাকি ৭০ প্রজাতির ফল ব্যাপকভাবে না হলে স্বল্প আকারে প্রচলিত এবং এর বেশিরভাগ ফল চাষ করা হয়।

অন্যদিকে বুনো ফল বসতবাড়িতে বা বনে জঙ্গলে প্রাকৃতিকভাবে গজিয়ে ওঠা গাছেই টিকে আছে। এসব ফল সংরক্ষণ করা না হলে তা যেকোনো সময় বিপন্ন হয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

এসব বুনো ফলের মধ্যে রয়েছে লটকন, বেতফল, লুকলুকি, ডেউয়া, ডেফল, করমচা, জংলিবাদাম, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, গোলাপজাম, তুঁত, তিনকরা, সাতকরা, আদা জামির, জামির, মনফল, অরবরই, আঁশফল, তারকা ফল, গাব, বিলাতি গাব, আতা, শরিফা, কাউফল, তৈকর, ডালিম, চালতা, ডুমুর, বৈঁচি, টকআতা, পানিফল, সিঙ্গাড়াফল, জিলাপিফল, পদ্মফল, মাখনা, রুটিফল, বকুল, ফলসা, চুকুর, পাদফল, চিকান, পানকি চুনকি, টুকটুকি বা টাকিটাকি, বিলিম্বি, ডালিম, ক্ষুদিজাম।

অপ্রধান ও স্বল্প আকারে চাষকৃত ফলের মধ্যে রয়েছে সফেদা, কামরাঙা, আমড়া, বাতাবিলেবু, কদবেল, বেল, জলপাই, তাল, খেজুর, তেতুঁল, জাম, জামরুল, আমলকী, বাঙ্গি।

এর বাইরে অন্যান্য ফল হাজার হাজার বছর আগে বিভিন্ন দেশ থেকে এ দেশে এসে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং কালক্রমে সেগুলো আমাদের ফলে পরিণত হয়েছে।

দেশে চাষযোগ্য বিদেশি ফল

বাংলাদেশে ফল চাষে বৈচিত্র্য আনতে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন বিদেশি ফল বা বিদেশি জাত বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী করে দেশে প্রবর্তন করছে।

ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বিভিন্ন বিদেশি ফল বাংলাদেশে চাষ করা হচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে ড্রাগন ফ্রুট, স্ট্রবেরি, অ্যাভোকাডো, থাই পেয়ারা, এল৪৯ ইন্ডিয়ান পেয়ারা, ১৫ জাতের আম, রাম্বুটান, সৌদি খেজুর, খাটো জাতের নারিকেল, থাই কুল, থাই পেঁপে, পার্সিমন, লংগান, বারোমাসি আঠাবিহীন কাঁঠাল, এমবি২ আনারস।

ভিয়েতনাম থেকে খাটো জাতের নারিকেল গ্রাম অঞ্চলের জন্য এবং ভারতের কেরালা থেকে উচ্চ ফলনশীল নারিকেল শহর অঞ্চলের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে। সব বিদেশি ফলের ফলন বাংলাদেশের মাটিতে আশানুরূপ না হলেও অন্তত ১০/১৫টি ফল বাণিজ্যিক আবাদে সাফল্য পেয়েছে কৃষি বিভাগ।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের (বারি) উদ্ভাবিত মাল্টা, আম, পেয়ারা, বরই, লিচু, কলা, পেঁপে, স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফল ইত্যাদি দেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত ও কৃষক কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে।

ভারী বর্ষণে জলমগ্ন আগরতলা শহরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন পুর নিগমের কর্পোরেটের রত্না দত্ত। নিজস্ব ছবি।

কেরলের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি

মলপ্পুরম, ২১ আগস্ট (হি.স.): বুধবারও কেরলে ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে বলে সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, কেরলের ৬টি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাঠানাম, থিক্কা, ইডুকি, মলপ্পুরম, কোঝিকোড়, ওয়ানাড জেলায় কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। জানা গেছে, কেরল ও লাক্ষাদ্বীপের তটবর্তী অঞ্চলে ঝড় বয়ে যেতে পারে। প্রতি ঘন্টায় ৫৫ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা স্বাভাবিক করতে চিকিৎসকদের আবেদন দিল্লি এইমস অধিকর্তার

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : কাজ শুরু করুন চিকিৎসকরা। দিল্লি এইমসের চিকিৎসকদের কাছে এমনই আবেদন করলেন দিল্লি এইমস-এর অধিকর্তা। রোগীরা যাতে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, তার জন্যই চিকিৎসকদের দ্রুত কাজ শুরু করার আবেদন জানানো হয় এইমসের অধিকর্তার তরফে।

উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে এক তরুণী চিকিৎসককে 'ধর্ষণ' ও 'খুন' করা হয়। এই ঘটনায় গর্জে ওঠে গোটা দেশ। চিকিৎসকরা কর্মবিরতি শুরু করেন দেশের একাধিক হাসপাতালে। যার জেরে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হয়।

ভারত বনধকে ঘিরে অশান্ত পাটনা, আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করলো পুলিশ

পাটনা, ২১ আগস্ট (হি.স.): তফসিলি জাতি এবং জনজাতিদের সংরক্ষণ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বাতিলের প্রতিবাদে পথে নেমেছেন দলিত, আদিবাসীরা। বুধবার ভারত বনধের ডাক দিয়েছে 'ন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ দলিত অ্যান্ড আদিবাসী সংস্থা (এনএসিডিএওআর)। এই ভারত বনধকে ঘিরে বুধবার উত্তাল হয়ে উঠল পাটনা। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। পাটনার রাস্তায় এদিন সকাল থেকেই চলছিল ভারত বনধ। রাস্তা অবরোধ করা হয়। ক্রমেই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি অশান্ত হয়ে ওঠে। পাটনার ডেপুটি পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিং বলেছেন, 'শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচি ছিল, তাঁদের হাতে আইন-শৃঙ্খলা ছিল, সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতে পারেনি এবং আমরা তাঁদের (আন্দোলনকারীদের) বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাঁরা বুঝতে চায়নি। তাঁদের হটাতে আমাদের মৃদু শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল।'

জম্মু ও কাশ্মীর নির্বাচনে রাম মাধব ও জি কিষাণ রেড্ডিকে দায়িত্ব দিলো বিজেপি

শ্রীনগর, ২১ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দলের তরফে রাম মাধব এবং জি কিষাণ রেড্ডিকে দায়িত্বভার দিলো ভারতীয় জনতা পার্টি। তাঁদের এই দায়িত্ব সঁপেছেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। প্রসঙ্গত, উপত্যকায় দলের সংগঠনকে আরও শক্তশালী করে নির্বাচন পরিচালনা করতে এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরে ইতিমধ্যেই নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন হবে তিনটি ধাপে। ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর। ফল ঘোষণা হবে ৪ অক্টোবর।

মনোনয়ন জমা দিলেন জর্জ কুরিয়ান, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি জানালেন কৃতজ্ঞতা

ভোপাল, ২১ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যসভা নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশ থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান। বুধবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের উপস্থিতিতে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন জর্জ কুরিয়ান। মনোনয়ন পত্র পেশ করার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি।রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মধ্যপ্রদেশ থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান বলেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব, ভিডি শর্মা এবং সমগ্র নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার নাম প্রস্তাব করার জন্য এবং আমাকে রাজ্যসভায় মনোনীত করার জন্য। আমি অবশ্যই দায়িত্ব পালন করবো এবং মধ্যপ্রদেশের মানুষের সেবা করব।'

মমতার ইস্তফা দেওয়া উচিত, আর জি কর-কাণ্ডে তোপ লকেটের

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফার দাবি জানিয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায় বুধবার বলেছেন, 'গোটা দেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ ন্যায়বিচার দাবি করছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যায়বিচার দিতে না পারলে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।'বুধবার শ্যামবাজার মেট্রোর ১ নম্বর গেটে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির ধর্না-অবস্থান কর্মসূচি থেকে লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'তিনি নিজের সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে দাঁড়িয়েছেন। আমরা বিচার চাই অথবা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে, পুলিশের উপর আদালতের আস্থা নেই...পুলিশের উচিত সিবিআইকে সমস্ত প্রমাণ দেওয়া কিন্তু পুলিশ উল্টো করছে।'

ফের মমতার পদত্যাগ চাইলেন সুকান্ত, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তীব্র আক্রমণ

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি.স.): আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফের রাজ্য সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফার দাবি জানালেন তিনি। বুধবার শ্যামবাজার মেট্রোর ১ নম্বর গেটে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির ধর্না-অবস্থান কর্মসূচি থেকে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের গতকালের রায় এটাই দেখিয়ে দিল, যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি আদালতের আস্থা নেই এবং পুলিশ কমিশনারকে অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত।'সুকান্ত মজুমদার আরও বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। এতে দেখা যাচ্ছে, প্রশাসনের উপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, তাই আমাদের দাবি তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

"আরেকটি নির্ভয়ার করুণ পরিণতির মুখোমুখি", আনন্দপুর নিয়ে মন্তব্য সুকান্তর

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি.স.) : "দিদির তৈরি "নিরাপদ শহর"-এ আরেকটি নির্ভয়ার করুণ পরিণতির মুখোমুখি হলো।" বুধবার এক্স-বার্তায় এই মন্তব্য করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তিনি লিখেছেন, "হত্যাটি এতটাই নৃশংস যে মৃতদেহ শনাক্ত করা অসম্ভব। আনন্দপুরের বাইপাসের কাছে একটি ঝোপের মধ্যে তাঁর প্রাণহীন দেহ পাওয়া যায়। পথচারীরা এটি দেখতে পান।"প্রসঙ্গত, ই এম বাইপাস সংলগ্ন আনন্দপুরের নোনাডাঙায় জনবহুল এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে এ দিন সকালে উদ্ধার হয়েছে এক যুবতীর ক্ষতবিক্ষত দেহ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, ওই যুবতীকে অন্যত্র খুন করে আনন্দপুরে রাস্তার ধারে ঝোপের মধ্যে ফেলে যাওয়া হয়েছে। প্রাতঃভ্রমণকারীরাই প্রথম ওই যুবতীর দেহ দেখতে পান।

পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৭.০৬ ডলার

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি. স.) : বুধবারও দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। দীর্ঘমেয়াদী মূল্য স্থিতিশীল। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে, বুধবার সপ্তাহের তৃতীয় দিন, প্রাথমিক বাণিজ্যে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.১৪ ডলার বা ০.১৮ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৭.০৬ ডলারে প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.৩৩ ডলার বা ০.৪৪ শতাংশ কমে ৭৪.০৪ ডলারে লেনদেন করছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ফের প্রয়াস দিল্লিতে, নতুন একাডেমিক ব্লকের উদ্বোধন করলেন অতিশী

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.): দিল্লিতে শিক্ষাক্ষেত্রে আরও এক নতুন প্রয়াস নিল দিল্লি সরকার। বুধবার দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী অতীশি ছত্তারপুরের ময়দান গড়িতে গভর্মেন্ট কো-অর্ডিনেশন সেকেন্ডারি স্কুলের নতুন একাডেমিক ব্লকের উদ্বোধন করেছেন। দিল্লির মন্ত্রী অতিশী এদিন বলেছেন, 'আমরা ময়দান গড়িতে একটি নতুন স্কুল ভবন উদ্বোধন করেছি, যেখানে কোনও স্কুল বিল্ডিং অবশিষ্ট নেই এবং একটি রাস্তা তৈরি করার জায়গা নেই। আমি খুশি যে, যেখানে আগে ৬৫টি শিশুকে একটি শ্রেণীকক্ষে পড়তে হত, যেখানে কোনও লাইব্রেরি ছিল না, যেখানে কোনও সুবিধা ছিল না, একটি চমৎকার, আধুনিক বিশ্বমানের ভবন তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমিও খুশি যে এখন আমরা এখানে একটি নতুন একাডেমিক ব্লক নির্মাণ শুরু করব, আমি খুশি যে আজ আমরা এই বিল্ডিং ব্লক উদ্বোধন করলাম।'

পিম্পরি চিঞ্চওয়াড়ে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে বিপত্তি, আগুনে দগ্ধ ৫ জন

পিম্পরি চিঞ্চওয়াড়, ২১ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পুণে জেলার পিম্পরি চিঞ্চওয়াড়ে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ঘটলো মারাত্মক বিপত্তি। আগুনে দগ্ধ হয়েছেন ৫ জন। দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার পুণে জেলার পিম্পরি চিঞ্চওয়াড়ে একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের পরই ওই বাড়িতে আগুন ধরে যায়। দমকল অফিসার বিকাশ নায়েক বলেছেন, 'এলপিজি সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিকেজের ফলে গ্যাস বিস্ফোরিত হয়েছে। সেখানে ৫ জন আহত হয়েছে, তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

শুক্রবার গুজরাট সফরে যাচ্ছেন উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় ২৩ আগস্ট গুজরাটের আহমেদাবাদ এবং গান্ধীনগর সফরে যাচ্ছেন। উপরাষ্ট্রপতির দফতর থেকে বুধবার জানানো হয়েছে, তাঁর এই একদিনের সফরে উপরাষ্ট্রপতি গান্ধীনগরে ন্যাশনাল ফরেনসিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে বক্তব্য রাখবেন। পাশাপাশি আহমেদাবাদের গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

পুলিশ কমিশনারকে সাময়িক বরখাস্ত করার দাবি দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি.স.): "পুলিশ কমিশনারকে জিজ্ঞাসাবাদের পর সাময়িক বরখাস্ত করতে হবে। বারবার সত্যকে চাপা দেওয়া হচ্ছে বলেই এমন ঘটনা ঘটছে।" আর জি কর-কাণ্ডে বুধবার এই মন্তব্য করলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এক্স-বার্তায় তিনি লিখেছেন, "আর জি কর মামলায় গ্রেফতার হওয়া মাতাল সঞ্জয় রায় প্রধান আসামি নন।

জাতীয় মহাকাশ দিবসের প্রস্তুতি তুঙ্গে সাড়ম্বরে পালনের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : আগামী ২৩ আগস্ট, জাতীয় মহাকাশ দিবস। ভারতের চন্দ্রযানের চাঁদে অবতরণের বর্ষপূর্তি। ২৩ আগস্ট, শনিবার দেশজুড়ে ওই দিনটি সাড়ম্বরে পালনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান মন্ত্রক। এই উপলক্ষ্যে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, 'গত বছরের ২৩ আগস্ট ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-৩ অবতরণ করে ইতিহাস তৈরি করেছিল। এই প্রথমবার আমরা প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবস পালন করবো। আমরা সেই অনুযায়ী প্রোগ্রাম প্রণয়ন করার চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি-সহ এই দিনটিকে একটি একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এটি মহাকাশ ক্ষেত্রে অর্জন সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করার একটি উপলক্ষও।'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, 'গগনযান মিশনের দৌড়ে, এই বছর অনেক ঘটনা ঘটবে।গতকাল, আমি নতুন নৌপ্রধানের সঙ্গে একটি বিশদ বৈঠক করেছি। নৌবাহিনী যখন মহাকাশচারীরা ফিরে আসে তখন তাঁদের উদ্ধারে নিযুক্ত থাকে। আমাদের সমুদ্র বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞও থাকবে। বেশ কিছু পরীক্ষা হয়েছে।'

নীতীশ কুমার ক্লান্ত, বিহারকে ঠিকভাবে চালাতে পারছেন না তিনি : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ২১ আগস্ট (হি.স.): হাজীপুর ওয়ার্ড কাউন্সিলর পঙ্কজ রায়কে হত্যার ঘটনায় বিহার সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, নীতীশ কুমার ক্লান্ত, বিহারকে ঠিকভাবে চালাতে পারছেন না তিনি। তেজস্বী যাদব আরও বলেছেন, 'একজন জনপ্রতিনিধিকে খুন করা হয়েছে। বিহারে অপরাধ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। নীতীশ কুমারের হাত থেকে সবকিছু বেরিয়ে যাচ্ছে, তিনি ঠিকমতো বিহার চালাতে পারছেন না।'তেজস্বী যাদব আরও বলেছেন, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাঁর হাতে আছে এবং সে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি ক্লান্ত। আমরা অপরাধের বুলেটিন প্রকাশ করছি। মানুষ আতঙ্কিত, ঘর থেকে বের হচ্ছে না, ঘরে ঘরে খুন হচ্ছে। পাটনায় বোমা বিস্ফোরিত হচ্ছে...নীতীশ কুমারকে অসহায় দেখাচ্ছে...এটা ডাবল ইঞ্জিন সরকার, কিন্তু অপরাধ বাড়ছে। আমি হাজীপুরে যাচ্ছি।'

সন্ধ্যায় ডোনার প্রতিবাদ মিছিল 'দীক্ষা মঞ্জরী'-র

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর-কান্ডের প্রতিবাদে বুধবার সন্ধ্যায় ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাচের স্কুল দীক্ষা মঞ্জরী থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হবে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে শুরু হবে মিছিল। সেই মিছিলে দেখা যেতে পারে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে।ডোনা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, স্কুল, কলেজের ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে সন্ধ্যায় মিছিলের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেখানে ছাত্রীদের বাবা-মায়েরাও থাকবেন। তাঁরা মোমবাতি নিয়ে মিছিল করবেন না। তবে সকলকে কালো পোশাক পরতে বলা হয়েছে।শনিবার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সস্ত্রীক সৌরভ। সেখানে ডোনা জানিয়েছিলেন, ১৪ আগস্ট রাতে প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু মেয়ে সানা অসুস্থ থাকায় সেটা সম্ভব হয়নি। ডোনা বলেছিলেন, "সে দিন আমরা ঠিক করেছিলাম পথে নামব। কিন্তু সানার হঠাৎ জলশূন্যতা হয়। বমি করতে শুরু করে। তাই আমাদের আর নামা হয়নি।" ডোনা জানিয়েছেন, সানা এখন সুস্থ। তাই বেহালার মিছিলে হাঁটবেন তিনিও। ডোনা জানান, সৌরভ ময়দানের সমাবেশ থেকে সময়মতো ফিরে এলে আমাদের পদযাত্রাতেও যোগ দিতে পারে। সেটা না হলেও পদযাত্রার শেষে আমরা একটা মোমবাতি জ্বালানোর কর্মসূচি রেখেছি। দেরি করে আসতে পারলেও দাদা সেটায় যোগ দেবে।

তৃণমূলের সঙ্গে দুই রক্ষীর ঘনিষ্ঠতার ছবি দাখিল করলেন সুকান্ত

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি. স.) : আর জি কর-কাণ্ডে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের ঘনিষ্ঠ এসআইয়ের সিজিওতে দৌড় বহুচর্চিত খবর হয়ে উঠেছে। তৃণমূলের এক ঘরোয়া সমাবেশে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার এবং এসআইয়ের ছবি বুধবার দাখিল করেছেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এক্স-বার্তায় ওই ছবি যুক্ত করে সুকান্তবাবু লিখেছেন, "শুধু দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন নয়, দলীয় সংযোগেও! দক্ষিণ দিনাজপুরের টিএমসি নেতাদের সাথে এক সমাবেশে যুক্ত ছিলেন কলকাতা পুলিশের এএসআই অরূপ, সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয়ের পাশাপাশি!" প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সিবিআইয়ের ডাকে সিজিও কমপ্লেক্সে যান আর জি করের ঘটনায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের ঘনিষ্ঠ পুলিশের এক এএসআই। এএসআই-কে সিজিও-র সামনে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই ছুটে যান সাংবাদিকেরা। ধৃত সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই ভেজা রাস্তা দিয়ে দৌড় শুরু করে দেন ওই এএসআই। পা পিছলানোর উপক্রম হয়েছিলো। ছুটতে ছুটতে তিনি সোজা সিজিও কমপ্লেক্সের ভিতরে। ভিডিওবন্দী ওই দৃশ্য রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে।

"বাংলায় নারী জীবন এখন মূল্যহীন", দাবি অমিত মালব্যর

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি.স.) : "পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে বিভিন্ন অভিযোগ কখনও রিপোর্ট করা হয় না। বিষয়গুলি আড়ালেই চেপে দেওয়া হয়।" বুধবার এক্স-বার্তায় এই মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য।

তিনি লিখেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গে আর একটি দিন। আনন্দপুর থানা এলাকায় ১০৮ নং ওয়ার্ডের নোনাডাঙ্গা সবুজপল্লী এলাকায় ঝোপের মধ্যে এক মহিলার দেহ পাওয়া গেছে। হত্যার আগে তাঁকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়।

বাংলায় নারী জীবন এখন মূল্যহীন। অগণিত হত্যাকান্ড ঘটে এবং কেউ কিছু জানতে পারে না। যদি কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং জবাব চায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটিকে একটি ছোটখাট ঘটনা বলে এড়িয়ে যান। বা আরও খারাপ, মৃতার চরিত্রহনন করে বিষয়টিকে খারিজ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন।"

প্রসঙ্গত, এদিন ই এম বাইপাস সংলগ্ন আনন্দপুরের নোনাডাঙায় জনবহুল এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার হয়ে এক যুবতীর ক্ষতবিক্ষত দেহ। এলাকারই এক বাসিন্দা দাবি করেছেন, ভোর পাঁচটা নাগাদ ওই জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি কোনও দেহ দেখতে পাননি। সম্ভবত তার পরেই দেহ ফেলে যাওয়া হয়।

আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক বন্যায় বিধ্বস্ত পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি আখাউড়া-আগরতলা সড়ক যোগাযোগ বন্ধ

মনির হোসেন, ঢাকা, ২১ আগস্ট।। বাংলাদেশে সাত নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় দেশের বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি অবনতির ফলে জলের তোড়ে সেতু ভেঙে আখাউড়া-আগরতলা সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া বানভাসি মানুষগুলো বাঁচার জন্য আকুতি করছে। তাদের উদ্ধারে বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই দেশের সেনাবাহিনী ও বিজিবি সদস্যদের মোতায়েন করেছেন।

জানা গেছে,বাংলাদেশে সাত নদীর ৯ পয়েন্টে জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। এতে দেশের পাঁচ জেলা অর্থাৎ মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ফেনী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে আরও কিছু নদীর জল বিপদসীমার ওপরে উঠে যেতে পারে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। ফলে আরও বেশ কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি অবনতির পাশাপাশি নতুন কিছু এলাকা বন্যা কবলিত হয়ে পড়তে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

সাত নদীর ৯ পয়েন্টের মধ্যে হবিগঞ্জের খোয়াই নদীর বান্না পয়েন্টে জল বিপদসীমার সর্বোচ্চ ১৯৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছে। এরপর একই নদীর হবিগঞ্জ পয়েন্টে ১৯০ সেন্টিমিটার, হালদা নদীর নারায়ণহাট পয়েন্টে ১০০, মনু নদীর মনু রেলওয়ে ব্রিজ পয়েন্টে ৯৫, একই নদীর মৌলভীবাজার পয়েন্টে ৬৫, মুহুরি নদীর পরশুরাম পয়েন্টে ৭০, ধলাই নদীর কমলগঞ্জ পয়েন্টে ৪৬ এবং ফেনী নদীর রামগড় পয়েন্টে জল বিপদসীমার ৩২ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের জলর মোট ১১৬টি স্টেশনের মধ্যে ৬২টি স্টেশনে পানি বেড়েছে। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় পাহাড়ি ঢলের জলের তোড়ে ভেঙে গেছে সেতু। বুধবার সকালে উপজেলার গাজীর বাজারের জাজিরপুর এলাকার এই সেতুটি ভেঙে যায়। এতে আখাউড়া-আগরতলা সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

এদিকে,ভারী বৃষ্টি ও উজানের জলে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে ফেনীর পরশুরাম, ফুলগাজী ও ছাগলনাইয়া উপজেলা। মুহুরী, কহুয়া ও সিলোনিয়া নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সবগুলো ভাঙনের স্থান দিয়ে প্রবল বেগে পানি প্রবেশ করে ডুবছে একের পর এক জনপদ। এতে বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন লাখ লাখ মানুষ। ভয়াবহ এই বন্যায় বানভাসি মানুষদের উদ্ধারে বুধবার থেকে কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্যাকবলিত এলাকায় আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করতে সেনাবাহিনী ও কোস্টগার্ডের সহযোগিতা চাওয়া হয়। এরপর স্পিডবোট নিয়ে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে তারা। একইসঙ্গে বিজিবি সদস্য ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক পরিবারের শত শত স্বেচ্ছাসেবক উদ্ধার ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করছেন।

অপরদিকে, আইএসপিআরের পক্ষ থেকে বার্তা দিয়ে জানানো হয়, ফেনী জেলার পরশুরাম ও ফুলগাজীতে বন্যার্তদের উদ্ধারে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। উদ্ধার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে স্পিড বোট ও হেলিকপ্টার।

টানা বর্ষণে বিপর্যয়, মুহুরি নদীর জলস্তর বৃদ্ধি,দক্ষিণ জেলায় লাল সতর্কতা বহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গভীর সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। টানা বর্ষণের জেরে ত্রিপুরায় নদীগুলি ফুঁসছে। ফলে, বন্যার আশঙ্কায় সর্তকতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত থাকায় লাল সর্তকতা বহাল রেখেছে আবহাওয়া দফতর।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টিপাত থাকায় অবাধ থাকবে লাল সর্তকতা। লাগামহীন বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই মুহুরী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সকালের বৃষ্টিতে তা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। তাই, মুহুরী নদী সংলগ্ন এলাকার সমস্ত বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে চলে যাওয়ার অনুরোধ করেছে জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি, জেলা প্রসাশনের তরফ থেকে হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। টোল ফ্রি নম্বর গুলি হল -৬৯০৯৩৫৮৮১৯/ ০৩৮২৩২২২০৪৬ / ০৩৮২৩২২৩০৬৬ বা ১০৭৭।

এদিকে, অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে অম্পি আরডি ব্লকের অধীনস্থ এলাকা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই হরিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে’ একটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। যেখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১০০ জনেরও বেশি লোককে সাময়িক ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। প্রসাশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে অম্পি ব্লকের কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা এই পরিস্থিতির কারণে বাড়ি হারিয়ে গেলে বা কোনো জরুরী অবস্থা দেখা দিলে, আপনি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সচিবের সাথে এবং টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

গোমতী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, বিপদজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। টানা বৃষ্টিপাতে গোমতী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। উদয়পুরের গজ স্টেশন সংলগ্ন স্থানে গোমতীর নদীর জলস্তর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১. ৯০ মিটার। যেকোন সময় ছাড়িয়ে যেতে চরম বিপদজনক মাত্রা। ইতিমধ্যে গোমতী নদীর পাড়ে বসবাসকারী পরিবারগুলোকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনার কাজ অব্যাহত রয়েছে। আজ সকাল ৮ঃ৩৫ মিনিটে ডুম্বুরের তিনটি গেইটের মধ্যে একটি গেইট খুলে দেওয়া হয়েছে বলে জেলা শাসকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার রাত থেকেই বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসনের তরফ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোথাও কোথাও এলাকার মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে গভীর রাত পর্যন্ত নিজেদের সবজি ক্ষেতগুলি রক্ষা করার চেষ্টা জারি রেখেছিল কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। তাছাড়া, ডুম্বুরের বাঁধ ছাড়ার পরেই গোমতী নদীর জলের স্তর বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে থাকে। সকালে তা অনেকটাই আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। সম্পূর্ণ বিষয়টি নিজে উপস্থিত থেকে তদারকি করছেন সোনামুড়া মহকুমা শাসক অরূপ দেব। জেলা শাসকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ডুম্বুর এর একটি গেইট সকাল ৮ঃ৩৫ মিনিটে ছাড়ার পর থেকে রাজারবাগের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলে তলিয়ে যায়। এখানকার জনগণকে উদ্ধার করার স্থানীয় জনগণের সাথে হাত লাগিয়েছেন।

বিদ্যুৎ পৃষ্টে মৃত্যু সিপিআইএম রাজ্য দপ্তরের গাড়ির চালক চন্দন দাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। বিদ্যুৎ পৃষ্টে মারা গেলেন সিপিআইএম রাজ্য দপ্তরের গাড়ির চালক চন্দন দাস। গতকাল রাতে আগরতলা রেল স্টেশন সংলগ্ন নিজের বাড়িতেই তিনি বিদ্যুৎ পৃষ্ট হন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে হাঁপানিয়ায় ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আজ হাসপাতালে তার মরদেহ দেখতে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য মানিক দে সহ অন্যরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সমস্ত রাজ্যবাসীকে সতর্ক থাকার আবেদন বিদ্যুৎ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। প্রবল বর্ষণ আর দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সমস্ত রাজ্যবাসীকে সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। পাশাপাশি বিদ্যুৎ পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের সমস্ত স্তরের প্রকৌশলী, কর্মী এবং আধিকারিকদেরও সতর্ক থেকে পরিষেবা প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।
আজ সামাজিক মাধ্যমে তিনি বলেন, এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে বহু জায়গায় ট্রান্সফর্মার জলের তলায় চলে গিয়েছে। হাই টেনশন লাইনের টাওয়ার, বৈদ্যুতিক খুঁটি নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। কোথাও তার ছিড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে পরিষেবা বন্ধ রেখে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিদ্যুৎ নিগমের সমস্ত হেলপার, লাইনম্যান, অপারেটর, বিভিন্ন এজেন্সির কর্তৃপক্ষ, ম্যানেজার, সিনিয়র ম্যানেজার থেকে শুরু করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রত্যেককেই সতর্কতা অবলম্বন করারও অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

গোমতী জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলাধারে জল ছাড়া হয়নি, বিবৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। গোমতী জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলাধারে জল ছাড়া হয়নি। গোমতী জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলাধারে জল ছাড়ার বিষয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, গোমতী জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলাধারের কোনও গেটই খুলে দেওয়া হয় নি। জলাধারের জল ধারন ক্ষমতা ৯৪ মিটার অতিক্রম করলে আপনা থেকেই গেট দিয়ে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায়। দুটি গেট দিয়ে এভাবেই জল নির্গত হয়। এর একটি গেট দিয়ে ৫০ শতাংশ হারে জল বের হচ্ছে বলে জানানো হয়। জল ধারন ক্ষমতা ৯৪ মিটারের নিচে নেমে এলে আপনা থেকেই গেট বন্ধ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে জন সাধারনের অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলে জানানো হয়। এ বিষয়ে প্রশাসন সতর্ক রয়েছে। জনগনকেও সতর্ক থাকার জন্য বলা হয়েছে।

টানা বর্ষণ, জলমগ্ন আগরতলার বিভিন্ন রাস্তা ব্যাহত জনজীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। তিনদিন ধরে টানা বর্ষণের জেরে ত্রিপুরায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগরতলার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত। ফলে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে মানুষ। এদিকে, হাওড়া নদীর জল বেড়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ইতিমধ্যে প্রসাশনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসনের সমস্ত আধিকারিক, এনডিআরএফ (ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স), এসডিআরএফ (স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স) বন্যায় জনগণকে সহায়তা দেওয়ার জন্য একসাথে কাজ করছে।
প্রসঙ্গত, তিনদিন ধরে টানা বৃষ্টিপাতে ত্রিপুরায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের নদীগুলো বিপদ সীমা পেরিয়ে গেছে। ফলে রাজ্যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। হাওড়া নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। আগরতলার বিভিন্ন জায়গায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ওরিয়েন্টে চৌমুহনী, শকুন্তলা রোড, জেকসন গেইট, প্যারাডাইস চৌমুহনী, বনমালী পুর, পূর্ব থানা রোড, মেলারমাঠ, বটতলা, আইএসবিটি, বলদাখাল, শ্রীলঙ্কা বস্তি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি, আইজিএম চৌমুহনী, দূর্গাচৌমুহনী, মঠ চৌমুহনী সহ বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে।

বন্ধ থাকবে

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি আজকে রাজ্যের সমস্ত কলেজ গুলিও বন্ধ থাকবে বলে সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন তিনি। এদিন তিনি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সমস্ত কর্মচারীদের এই নির্দেশ পালন করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এদিকে, আগামীকালও সমস্ত কলেজ বন্ধ থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।

অরুনাচল প্রদেশ

● প্রথম পাতার পর

তিনি। প্রসঙ্গত, তিনদিন ধরে টানা বর্ষণের জেরে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাই, এই উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত এনডিআরএফ টিম পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা।
সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি অমিত শাহ-কে অবগত করেছি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় অতিরিক্ত এনডিআরএফ টিম পাঠানোর আর্জি জানিয়েছি। এই সংকটকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। এই মুহূর্তে আমাদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

৩৪১০০ জন

● প্রথম পাতার পর

কার্যে নিযুক্ত রয়েছেন। প্রেস রিলিজে আরও জানানো হয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাষ অনুসারে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আগামীকালও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। তাছাড়া ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর আজ সারা রাজ্যে রেড এলার্ট জারি করেছে। সেই অনুসারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে সতর্ক থেকে জেলা প্রশাসনের উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সিপাহীজলা জেলা

● ছয়ের পাতার পর

জেলার বিভিন্ন এলাকায় মুষলধারে চলছে বৃষ্টি। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল জানিয়েছেন, সার্বিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে জেলা প্রশাসনের তরফে। সিভিল ডিফেন্স ,ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট ,পুলিশের পাশাপাশি টিএসআর -এর মোট ৩ টি বাহিনী গোটা সিপাহীজলা জেলায় মোতায়েন রয়েছে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায়।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

করতে ও প্রশাসনকে সাহায্য করতে সবিনয়ে অনুরোধ করেছেন তিনি।

বিধিনিষেধ

● ছয়ের পাতার পর

নিজ আবাস থেকে মহিলা কলেজ পর্যন্ত , পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড এলাকা, পাউয়ার হাউস চৌমুহনী এবং প্যারাডাইস চৌমুহনীর পূর্ব ও পশ্চিম দিক।

রেল পরিষেবা ব্যহত

● প্রথম পাতার পর

ফলে সাব্রুম থেকে আগরতলাগামী ডেমো ট্রেনটি আটকা পড়েছে। এরফলে আগরতলা সাবরুম গামী চারটা ডেমো এবং সাবরুম থেকে আগরতলা গামী দুটো ডেমো বাতিল করা হয়েছে।

এছাড়া আগামীকাল আগরতলা-সাব্রুম এবং সাব্রুম-আগরতলা দুটো ডেমো ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। আজকের করিমগঞ্জ-আগরতলা ডেমো এবং আগামীকালের আগরতলা-করিমগঞ্জ ডেমো ট্রেন দুটিও বাতিল করা হয়েছে। জিরানিয়া ও তেলিয়ামুড়ার মধ্যবর্তী স্থানে রেল লাইনের উপর ধ্বস পরার ফলে আজকের ছয়টি ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়েছে। এর মধ্যে আজকের শিলচর-আগরতলা এক্সপ্রেস এবং অরুনাচল-আগরতলা ট্রেন দুটোর কুমারঘাটে যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে। ধর্মনগর-আগরতলা প্যাসেঞ্জার ট্রেন তেলিয়ামুড়া এবং খংসনাঙ-আগরতলা জনশতাব্দীএক্সপ্রেসের যাত্রা আমবাসায় বাতিল করা হয়েছে। অন্য দিকে আজকের আগরতলা-শিলচর এক্সপ্রেস তেলিয়ামুড়া থেকে এবং আগরতলা-ধর্মনগর প্যাসেঞ্জার কুমারঘাট থেকে রওনা হবে। আগামীকালকের সাব্রুম-শিয়ালদা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ধর্মনগর থেকে যাত্রা করবে।

ধর্মনগর-আগরতলা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আজ বড়মুরা পাহাড়ে অল্পে দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচেছে। চালকের বুদ্ধিমত্তায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। রেল লাইনে ধ্বস পড়েছে হটাৎ দেখতে পেয়ে ওই ট্রেনের চালক জরুরী ভিত্তিতে ব্রেক কষেছে। নয়তো, দুর্ঘটনা নিশ্চিত ছিল। পরে ওই ট্রেন তেলিয়ামুড়া ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সুধন দাসের

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে ত্রিপুরা থেকে সিপিআইএম দলের হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন তিনি। ইন্ডিয়া ব্লকের সদস্যরাও সিপিআইএম দলের প্রার্থীর প্রতি সমর্থন রাখবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। ইন্ডিয়া ব্লকের সদস্যদের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কথা হয়েছে। তারা সিপিআইএম দলকে সমর্থন করবেন বলেই দাবি করেছেন সুধন দাস।

দেশের সার্বিক অবস্থা, শ্রমিক ও কৃষকদের উন্নয়নে, দেশের সংবিধান রক্ষার্থে তিনি লড়াই করবেন বলে জানিয়েছে।

লাল সতর্কতা

● প্রথম পাতার পর

এবং কৈলাসহরে ৫১.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় ছাওমনু ৬২.১ এমএম, গন্ডাছড়ায় ১০৯.৫ এমএম, কমলপুরে ৭৯ এমএম এবং মনুঘাটে ৫৬.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ

● প্রথম পাতার পর

লংতরাই ভ্যালী এবং গন্ডাছড়ায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কমলপুরে ০৩টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ১৫৭টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ২৫৪টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া, কমলপুরে ১৬৬৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মোট ১৩টি ত্রাণ শিবির খুলেছে।

তাছাড়া, আমবাসা ২১টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ১টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেমনি,লংতরাই ভ্যালী ১৫১টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ৩৮টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৩২৯ জন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মোট ১৫টি ত্রাণ শিবির খুলেছে। তেমনি, গন্ডাছড়ায় ১২টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ২৯টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ১২৪টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গন্ডছড়ায় ৩৮ জন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মোট ৪টি ত্রাণ শিবির খুলেছে। রিপোর্টে আরও জানা গিয়েছে, সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়, জম্পুইজলা এবং সোনামুড়ার ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশালগড় ৯টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ১০ বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৯১ জন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মোট ৩টি ত্রাণ শিবির খুলেছে।

তেমনি, জম্পুইজলায় ৫টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ১০ বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া, সোনামুড়া ১৮ জন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মোট ২টি ত্রাণ শিবির খুলেছে। রিপোর্টে আরো জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমা, সাব্রুম এবং শান্তিরবাজারে রাস্তায় বড় ধ্বস পরে। প্রচন্ড বৃষ্টির জেরে গাছ রাস্তায় পড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। ওই সব এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সাথে সাথে প্রশাসনের তরফ থেকে এলাকাবাসীদের উদ্ধার করে সাব্রুমের ১৭টি ত্রান শিবিরে পৌঁছানো হয়েছে। যার মধ্যে ১৬৮টি পরিবারের মোট ৮৫৯জন সদস্য রয়েছেন।

তেমনি, শান্তিরবাজারে ১২৪টি পরিবারের জন্য ৬টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। যার মধ্যে, ৬২৯ জন পরিবারের সদস্য রয়েছেন। তেমনি, গোমতী জেলায় অধীন উদয়পুর, করবুক এবং অমরপুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। করবুকে ধ্বস পড়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। উদয়পুরে ৩৭টি ত্রান শিবিরে খোলা হয়েছে। যার মধ্যে ৯৯৬টি পরিবারের মোট ৩৩৮৩ জন সদস্য রয়েছেন। তেমনি, অমরপুরে ২৭টি ত্রান শিবিরে খোলা হয়েছে। যার মধ্যে ৪৯৬টি পরিবারের মোট ১৯০৮ জন সদস্য রয়েছেন।

াঙ্গন

রাজ্যভিত্তিক জুডোতে জমজমাট লড়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা বাধারঘাট দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে শুরু হল ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৪,১৭ ও ১৯ বালক বালিকাদের জুডো প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিন বুধবার অনুষ্ঠিত হলো অনূর্ধ ১৪ বিভাগের লড়াই। আর তাতে অনূর্ধ ১৪ বালক বিভাগের ২৫ কেজিতে প্রথম ঊনকোটির মিঠুন দেববর্মা, দ্বিতীয় উত্তরের সমীর চাকমা, তৃতীয় দক্ষিণের আকাশ নোয়াতিয়া এবং চতুর্থ হলেন খোয়াইয়ের প্রীতম সরকার। ৩০ কেজি বালক বিভাগে প্রথম উত্তরের গুনি চাকমা, দ্বিতীয় দক্ষিণের সুমন মগ, তৃতীয় পশ্চিমের সম্রাট দেববর্মা ও চতুর্থ স্থান দখল করে খোয়াইয়ের শান্তনু মুরাসিং। ৩৫ কেজি বিভাগে প্রথম উত্তরের জেবিট চাকমা, দ্বিতীয় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের দিলশান ত্রিপুরা, তৃতীয় দক্ষিণের সুদীপ দেবনাথ ও চতুর্থ স্থান দখল করে খোয়াইয়ের সুরজ মহিষ্যদাস।৪০ কেজি বিভাগে প্রথম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের রতন জয় রিয়াং, দ্বিতীয় খোয়াইয়ের শুভ্রজিৎ দাস, তৃতীয় উত্তরের সচিন চাকমা ও চতুর্থ গোমতী জেলার নিলয় দাস। ৪৫ কেজি বিভাগে প্রথম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সুখারিয়া কাইপেঙ, দ্বিতীয় উত্তরের দর্পণ চাকমা, তৃতীয় উনকোটির চক্রজয় রিয়াং ও চতুর্থ খোয়াইয়ের জয় দেবনাথ। ৫০ কেজি বিভাগে প্রথম উত্তরের জেসমন রিয়াং দ্বিতীয় ধলাইয়ের তুহিন মিয়া, তৃতীয় ত্রিপুরার স্পোর্টস স্কুলের বিজয় মগ ও চতুর্থ খোয়াই এর রাজা নম দাস। ৫০ কেজির উর্ধে প্রথম পশ্চিমের দেবাপ্রিয় দেব, দ্বিতীয় গুমতি জেলার শুভদীপ দাস, তৃতীয় দক্ষিণের সঙ্গম মুরাসিং ও চতুর্থ হয় উত্তরের জিৎ পাল। অনূর্ধ ১৪ বালিকাদের ২৩ কেজি বিভাগে প্রথম পশ্চিমের অচিকা চাকমা, দ্বিতীয় ধলাইয়ের পূর্বা শর্মা, তৃতীয় সিপাহীজলার টিনা দেববর্মা ও চতুর্থ হয় খোয়াইয়ের আসিনা দেববর্মা।২৭ কেজি বিভাগে প্রথম সিপাহীজলার আফসানা আক্তার, দ্বিতীয় উত্তরের প্রিয়াঙ্কা নাথ, তৃতীয় পশ্চিমের কুহেলি রিয়াং ও চতুর্থ খোয়াইয়ের পূর্ণিমা সূত্রধর। ৩২ কেজি বিভাগে প্রথম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের প্রিয়াঙ্কা দাস দ্বিতীয় পশ্চিমের পেলিনা রিয়াং, তৃতীয় দক্ষিণের পোলু মগ ও চতুর্থ হয় সিপাহীজলার তানিয়া আক্তার। ৩৬ কেজি বিভাগে প্রথম উত্তরের সেমি চাকমা, দ্বিতীয় ধলাইয়ের অঞ্জনা দেববর্মা, তৃতীয় সিপাহীজলার সানিয়া দেববর্মা ও চতুর্থ পশ্চিমের সানা দেববর্মা। ৪০ কেজি বিভাগে প্রথম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের শ্রাবন্তী দেবনাথ, দ্বিতীয় দক্ষিণের প্রীতি মগ, তৃতীয় উত্তরের অমরিকা চাকমা ও চতুর্থ পশ্চিমের স্মৃতিকা রিয়াং। ৪৪ কেজি বিভাগে প্রথম উত্তরের রশনু চাকমা, দ্বিতীয় ধলাইয়ের গুণুন জমাতিয়া, তৃতীয় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের রিতিকা সরকার ও চতুর্থ পশ্চিমের গায়ত্রী রবিদাস। ৪৪ কেজি বিভাগে প্রথম উত্তরের কৃষ্ণা চাকমা, দ্বিতীয় উনকোটির মনথাঙ্গি ডার্লিং, তৃতীয় ধলাইয়ের নেহা ধর ও চতুর্থ হয় দক্ষিণের পুষ্পিতা ত্রিপুরা।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Tripura CAMPA Quotations are hereby invited by the undersigned from the intending bonafide Indian Citizen and resourceful vendors from the State of Tripura for printing of 'Annual Report for the Financial Year 2020-21' of the State Authority, Tripura CAMPA as per terms and conditions as specified in the Quotation vide No.F.6-419/CAMPA-4/For-2022-23/3055-58 dated 17.08.24. The quotationers may also remain present during the time of opening of the quotation. The Last date of receipt of the Quotation is upto 4.00 PM of 2nd September, 2024.

The details may be seen at our website: www.forest.tripura.gov.in and also in the Notice Board in the O/o the PCCF & HOFF, Tripura

ICA/C/1213/24

(Bidyut Chaudhuri, TFS)
Deputy Conservator of Forests (CAMPA

NOTICE INVITING QUOTATIONS

College of Agriculture, Tripura invites offline quotations for "Millet Pulveriser Machine" under the, Project "AICRP on Pearl Millet". The bid document is available in the webpage of College of Agriculture, Tripura, http://coatripura.ac.in/. Last Date and time of submission of the quotation is 10th day from the date of publication of this NIQ in local daily upto 1500 hrs IST (Indian Standard Time) at College of Agriculture, Tripura only.

ICA/C/1218/24

Sd/-
(Prof. Debashish Sen)
Principal
College of Agriculture,
Tripura Lembucherra,
West Tripura

NOTIFICATION FOR RESCHEDULE OF COUNSELLING DATE OF GNM (M/F) & ANM (F) CANDIDATES FOR THE ACADEMIC SESSION 2024-25.

The counselling (Centrally) of GNM (M/F) & ANM (F) candidates for admission in GNM (M/F) & ANM (F) courses for the session 2024-25 academic year is postponed due to heavy rain fall & current flood situation in Tripura. The counseling date is rescheduled on 27-08-2024 for GNM (M/F) and 28-08-2024 for ANM (F) at 12.00 noon onwards at Karl Land Steiner Auditorium, AGMC & GBP Hospital premises, Agartala.

All the candidates shall have to attend the aforesaid counselling on scheduled date & reporting time is 10.30 am to 12 noon.

ICA/D/665/24

I/c, Director of Medical Education
Government of Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 06/EE/WRD-I/e-tender/2024-25.
Dated:- 20/08/2024.

The Executive Engineer, WRD-I, Kunjaban, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Gov't Organization of other State & Central of appropriate class with experience in similar nature of work on 10-09-2024 upto 3:00 PM & Tender may likely to be opened on 11-09-2024 at 4:00 PM, if possible for the following work:-

Sl. No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIeT No: 42/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 27,05,903.00	₹ 54,118.00	06 (Six) months.
2	DNIeT No: 54/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 93,70,435.00	₹ 1,87,409.00	08(eight) months.
3	DNIeT No: 58/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 49,00,451.00	₹ 98,009.00	08 (eight) months.
4	DNIeT No: 70/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 34,19,516.00	₹ 68,390.00	06 (Six) months.
5	DNIeT No: 71/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 47,84,736.00	₹ 95,695.00	06 (Six) months
6	DNIeT No: 73/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 72,80,567.00	₹ 1,45,611.00	06 (Six) months.
7	DNIeT No: 74/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 44,16,984.00	₹ 88,340.00	06 (Six) months.
8	DNIeT No: 75/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 64,60,675.00	₹ 1,29,214.0	06 (Six) months.
9	DNIeT No: 76/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 31,27,087.00	₹ 62,542.0	04 (four) monhs.
10	DNIeT No: 80/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 98,58,426.00	₹ 1,97,169.00	06 (Six) months.
11	DNIeT No:81/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 50,76,296.0	₹ 1,01,526.00	03(three) months.

1. Last date & time for online Bidding:- 10/09/2024 upto 3:00 PM.
2. TIME AND DATE OF OPENING OF BID:- 11/09/2024 at 4:00 PM (if possible)

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal
https://tripuratenders.gov.in
Note:- For all details, clauses, terms and condition, etc. may be seen in the DNIeT.
ICA/C/1207/24

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
(Er. Parimal Debnath), Executive Engineer,
Water Resource Division No-1,
Kuniaban. Agartala Tripura.

রাখাল শীল্ডের সেমিফাইনালে আজ লাল বাহাদুর - এগিয়ে চলো মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ। নীল-জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের। যদি বৃষ্টি না থাকে। পাশাপাশি উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অ্যাস্ট্রোটার্ফ যদি খেলার অনুপযুক্ত না হয়ে পড়ে। আবহাওয়া, পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এতগুলো বিষয় নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। আয়োজক ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও বিষয়টা নিয়ে ভাবছেন। লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার এবং এগিয়ে চলো সংঘের মধ্যে প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ। আগামীকাল সন্ধ্যা ছটায়, ফ্লাডলাইটে হওয়ার কথা রয়েছে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী। একইভাবে ২৩ আগস্ট, শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টায় দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ও রামকৃষ্ণ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে। ২৬ আগস্টে ফাইনাল ম্যাচ।সূচিতে কিন্তু রিজার্ভ ডে বলে কিছু উল্লেখ নেই। পরিবেশ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে টিএফএ তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। উল্লেখ্য, প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ন্যূনতম গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। একইভাবে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে লাল বাহাদুর একমাত্র গোলে বীরেন্দ্র ক্লাব কে পরাজিত করে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছে। পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের জার্নিও প্রায় একই রকম। প্রি-কোয়াটার ফাইনালে ন্যূনতম গোলে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছিল। প্রতিপক্ষ জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন কে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে দুই-এক গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট জিতে নিয়েছে।

ক্রীড়া সাংবাদিক মিঠুন করের পিতা প্রয়াত, টিএসজেসি-র শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।প্রয়াত হলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সদস্য মিঠুন করের বাবা শংকর কর। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিলো ৬৯ বছর। বিগত কিছুদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। অবশেষে ২১ আগস্ট সকাল ৮টা ১৫মিনিটে জিবিতে শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, স্ত্রী, পুত্রবধূ সহ আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। টিএসজেসি-র পক্ষ থেকে প্রয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা ও পরিবার পরিজনদের প্রতি শোক জ্ঞাপন করা হলো। মিঠুনের পরিবারের পাশে থাকবে টিএসজেসি, এই আশ্বাসও দেয়া হলো টিএসজেসি-র তরফে মিঠুনকে। এদিকে আগরতলা প্রেসক্লাব থেকেও এ বিষয়ে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে।

NOTICE INVITATION QUOTATION

On behalf of Government of Tripura, the undersign invites sealed quotations from the reputed Firm/ Agency/Suppliers/ Co-operative Societies and other authorized dealers for supply of SCIENCE EQUIPMENTS(Physics, Chemistry & Biology) under Bishalgarh English Medium H. S School from 21/08/2024 to 28/08/2024 (excluding holidays) up to 3.00PM (Office hours & days only). The bidders should quote the rate both in figures and words in the prescribed format. The bidder should submit required documents and earnest money (to be deposit in the shape of Demand Draft from any State/ National Bank in favour of the undersigned) along with the quotation. Any incomplete bid will be summarily rejected. Quotation should only be dropped in the specific box kept in the office chamber of the undersigned. Format for quoting rate terms & condition, specification of item are available in the office of the Headmaster Bishalgarh English Medium H. S School, Sepahijala, Tripura up to 28/08/2024 (during office hours & working days only). The box will be opened on the last day at 4.00 p.m. if possible if for any unforeseen reason Quotation box cannot be opened in the last day it will be opened in the next working day.

The terms and conditions and other details may be seen in the office of the undersigned.

ICA/C/1203/14

Headmaster
Bishalgarh English Medium H. S School

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

অবিরাম বর্ষণে আগরতলায় রাজপথ বৃষ্টির জলে টইটুম্বুর। ছবি নিজস্ব।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সেই সঙ্গে খতিয়ে দেখলেন ত্রাণ ব্যবস্থাপনা। যাতে বন্যায় দুর্গত মানুষ সব ধরণের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পান।

এদিন আগরতলার ধলেশ্বরের স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতন, রামঠাকুর উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং বড়দোয়ালির স্বামী বিবেকানন্দ স্কুলের অস্থায়ী ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

পরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, আজ দক্ষিণ জেলায় যাওয়ার কথা থাকলেও প্রবল বর্ষণে রাস্তা খারাপ হওয়ার দরুণ সেটা সম্ভব হয়নি। এজন্য রাজধানী আগরতলার আশপাশে থাকা বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করছি। কোনদিন ভাবা যায় নি যে ত্রিপুরার মতো জায়গায় এত পরিমাণ বৃষ্টিপাত হতে পারে। এটা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বিশেষ করে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩৭৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। গোমতী জেলায় প্রায় ৩৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আজকেও আগরতলা ও এডিনগরে ১৮০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, বন্যায় দুর্গত মানুষের খোঁজখবর নিতে এসেছি। যাতে তাদের কোন অসুবিধা না হয়। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের সবাই কাজ করছেন। প্রশাসন সকলের পাশে রয়েছে। এর পাশাপাশি কাউন্সিলারগণও খুব ভালো কাজ করছেন। দলের কার্যকর্তাগণও মাঠে নেমে কাজ করছেন। আমাদের দলের সভাপতিও রয়েছেন। তিনিও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন। দলের কার্যকর্তাদের মানুষের পাশে থেকে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন সভাপতি।

তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা জানান, এখন পর্যন্ত যা খবর রয়েছে সারা রাজ্যে ৩২০টির মতো ত্রাণ ও আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছে। এগুলিতে প্রায় ৩০ হাজারের অধিক দুর্গত মানুষ এসকল শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। বন্যা দুর্গত মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিদর্শন কালে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ।

এর পাশাপাশি এদিন আগরতলার ইন্দ্রনগরের আইটি ভবনে ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল সেন্টারে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। সেখানে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে আগরতলা শহরের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ ব্যবস্থাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আসুন আমরা সবাই মিলে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি।

রাজ্যসভার উপনির্বাচনের প্রস্তুতি তুঙ্গে, জানালেন রিটার্নিং অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। ত্রিপুরার রাজ্যসভার একমাত্র শূন্য আসনের উপনির্বাচনে ভোট নেওয়া হবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর। বুধবার এক সাক্ষাৎকারে জানালেন রিটার্নিং অফিসার সুইথুইফ্রু মগ।

ত্রিপুরা রাজ্যসভার একমাত্র শূন্য আসনে উপনির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যে নমিনেশন জমা দিয়েছে বিজেপি ও সিপিএম দল। বুধবার ছিল নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।

তাই এদিন নমিনেশন পত্র জমা দেন বিজেপি দলের প্রার্থী রাজিব ভট্টাচার্য এবং সিপিএম দলের প্রার্থী সুধন দাস। নমিনেশন স্কুটিনি হবে ২২আগস্ট এবং ভোটগ্রহণ হবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর।

বুধবার এক সাক্ষাৎকারে একথা জানান রিটার্নিং অফিসার সুইথুইফ্রু মগ। পাশাপাশি তিনি জানান ভোটগ্রহণে প্রক্রিয়া বিকেলে চারটায় সমাপ্ত হওয়ার পর কাউন্টিং করে ভোটের ফল প্রকাশ করা হবে।

ঘিলাতলীর দুই সাহসী যুবকের প্রশংসা সর্বত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২১ আগস্ট।। কথায় বলে রাখে হরি মারে কে? এই কথাটা অনেকাংশেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার হলেও বাস্তবিক জীবনেও কোনো না কোনোভাবেই এর ব্যবহার প্রতিনিয়ত নজরে পড়ে। যেমনটা ঘটল গতকাল কল্যাণপুরের ঘিলাতলিতে।

প্রবল বর্ষনের ফলে ঘিলাতলী এলাকায় অবস্থিত সংহতি সেতু নামাঙ্কিত ঝুলন্ত ব্রীজ গতকাল ভেঙে যায়। যদিও বেশ কিছুদিন ধরেই এই সেতুটির জরাজীর্ণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসীদের তরফ থেকে বারবার সেতুটি মেরামতের দাবি উঠছিল এবং একাধিকবার সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।

গতকাল যখন প্রবল বৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সেতুটি মাঝ বরাবর ভেঙ্গে যায় তখন দুর্ভাগ্যবশত সংশ্লিষ্ট এলাকার দুই কিশোর আটকে যায়। একদিকে খোয়াই নদীর জল তীব্র গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল এবং সংশ্লিষ্ট দুই কিশোর প্রাণপণে সাহায্য প্রত্যাশা করছিল। তবে জলের তীব্র স্রোত উপেক্ষা করে কেউই যাওয়ার সাহস করছিল না তাদের উদ্ধার করতে।

এই সময় এলাকার দুই সাহসী যুবক শিবব্রত রায় এবং মরণ বিশ্বাস নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের জীবনকে রীতিমতো ঝুঁকির পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসে সংশ্লিষ্ট দুই কিশোরকে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকা জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে এবং যেভাবে নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে নদীর মাঝখানে আটকে পড়া দুই কিশোরকে উদ্ধার করল এলাকারই দুই যুবক, তার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দুই যুবকের প্রতি এলাকাজুড়ে কৃতজ্ঞতার আবহ তৈরি হয়েছে।

রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি জনগনকে আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন সাংসদ বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। রাজ্যে প্রবল বর্ষণ এবং পরবর্তী বন্যা পরিস্থিতিতে জনগনকে আতঙ্কিত না হতে আবেদন জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তাছাড়া, রাজ্য সরকার, জেলা/মহকুমা প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকদের সাথে তিনি যোগাযোগে করছেন। আজ সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই বার্তা দিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

আজ সামাজিক মাধ্যমে তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা জির নেতৃত্বে রাজ্য সরকার দ্বারা গৃহীত তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের ফলে রাজ্যের প্রতিটি দুর্গত এলাকায় সময়ের মধ্যেই দ্রুত দুর্যোগ মোকাবিলা সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত মন্ত্রীগন, সংশ্লিষ্ট আধিকারীক ও জন প্রতিনিধিগনও এলাকা ভিত্তিক পরিস্থিতি অনুসারে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণে নিয়ত পর্যবেক্ষণ করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগও রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে ক্রমাগত নজর রেখে চলেছে।

তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার, জেলা/মহকুমা প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকদের সাথে আমিও যোগাযোগে রয়েছি। ইতিমধ্যেই প্রতিটি প্লাবিত এলাকায় দুর্যোগ মোকাবিলা টিম মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করার পাশাপাশি জীবন ও সম্পদ রক্ষায় প্রাথমিক অবস্থা থেকেই কাজ করে চলেছেন। স্থানীয় জনগণও প্রশাসনের সাথে মানুষের সাহায্যে সমান্তরাল ভাবে কাজ করছেন।

সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর নিকট আমার আবেদন থাকবে, এই সময়ে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে, রাজ্য সরকার প্রদত্ত নির্দেশিকা, হেল্প লাইন নম্বর এবং যেকোনো বিপত্তির আশঙ্কায় স্থানীয় জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের সহায়তা নিন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার সমস্ত রকম প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত রয়েছে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, স্থানীয় প্রশাসন, দুর্যোগ মোকাবিলা টিম সহ সকল অংশের মানুষের সার্বিক সহায়তায় আমরা এই অনাকাঙ্ক্ষিত কঠিন পরিস্থিতি, খুব দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারবো।

বন্যা পরিস্থিতিতে প্রশাসনকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। রাজ্যজুড়ে বন্যা পরিস্থিতি। এমন অবস্থায় প্রশাসনকে সহায়তা করল বিএসএফ।

রাজ্যের দক্ষিণ জেলায় ভারী বর্ষণের ফলে বিলোনিয়া মহকুমা বিলোনিয়ার সীমান্ত ফাঁড়ি এলাকায় অবস্থিত সীমান্তবর্তী গ্রাম তালুকদারপাড়া, মনোরমুখ এবং দক্ষিণ সোনাইছড়ার নিচু এলাকায় বন্যার সৃষ্টি হয়েছে।

এমতাবস্থায় বিলোনিয়ার এসডিএমের অনুরোধে বিলোনিয়া এবং সারসিমা বিওপি থেকে বিএসএফের ১ প্লাটুন নিয়ে গঠিত একটি উদ্ধারকারী দল। তারা তালুকদারপাড়া, মনোরমুখ এবং দক্ষিণ সোনাইছড়াতে উদ্ধার অভিযান চালায়। মোট ২৫টি পরিবার সহ গবাদি পশু, জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজ্যের সংকট পরিস্থিতিতে বিএসএফের সাহায্যকে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রত্যেকেই।

বিপদসীমা অতিক্রম করেছে গোমতী নদীর জল, জনগণকে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার উপদেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। গোমতী নদীর জল চরম বিপদ স্তর অতিক্রম করেছে। নিম্নাঞ্চলে বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে সরে আসার নির্দেশ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গোমতী নদীর জল চরম সীমা অতিক্রম করেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের বন্যা কবলিত এলাকা থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে প্রশাসনের। গোমতী নদীর জলে এখনও যারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন, তাদের শীঘ্রই নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্রী।

উদ্ধারকার্যে আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা।

বিএসএফের হাতে আটক ২ রোহিঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, উনকোটি জেলার ইরানী থানার অধীনে বিওপি হীরাছড়া এলাকায় মোতায়েন বিএসএফ সৈন্যরা সীমান্ত এলাকা থেকে দুই রোহিঙ্গাকে আটক করেছে।

পাশাপাশি অন্য একটি অভিযানে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অধীনে লঙ্কামুড়া বিওপি, সিপাহিজলা জেলার বিওপি বক্সনগর, কলমচৌড়ার বিএসএফ জওয়ানরা ২৫.৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৬৭টি নতুন মোবাইল ফোন আটক করেছে। এই ফোনগুলিকে বাংলাদেশে পাচার করার চেষ্টা করা হচ্ছিল।

এদিকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অধীনে বটতলা পুলিশ ফাঁড়ির সাথে বিএসএফ সৈন্যদের পৃথক যৌথ অভিযানে একটি বাড়ি থেকে ২৩ লাখ টাকার বিভিন্ন মডেলের ১৫০টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে।

ভারী বর্ষা, বিধ্বস্ত সিপাহিজলা জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ আগস্ট।। বিশালগড় মহকুমার হরিশনগর চা বাগান এলাকায় আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কের রিটেইনিং ওয়াল ভেঙে সড়কের একটি বড় অংশ ধসে যায়। প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে এই এলাকারই পুরনো একটি রাস্তা সংস্কার করে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক করে। তাছাড়া জাতীয় সড়কের সিপাহীজলা অভয়ারণ্য সংলগ্ন স্থানে গাছ ভেঙে, বিশ্রামগঞ্জ থেকে সোনামুড়া ও বিশলাগড় থেকে বক্সনগর সড়কের একাধিক স্থানে ভূমি-ধসের কারনে বিপত্তি দেখা দিয়েছিল। সেসব সমস্যাও মেটানো হয় দ্রুততার সহিত।

এদিকে ডুম্বুর জলাশয়ের জল বেড়ে যাওয়ায় সেই জল প্রবাহিত হয়ে গোমতী নদীর জল বেড়ে গেছে অনেকটাই। এতে বাড়ি-ঘরে জল প্রবেশ করে সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর পুর পরিষদের কিছু এলাকা, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের কিছু এলাকা ও নদীর তীরবর্তী বটতলী, তেলকাজলা, বেজিমারা ইত্যাদি এলাকার বেশকিছু মানুষের বাড়ি-ঘরে। দুপুর ১২ টার দিকে গোমতী নদীর জলস্তর ছিল ১২ দশমিক ৯৯ মিটার। বিকেল ৩ টায় তা জটিল স্তর (ক্রিটিকেল লেভেল) অতিক্রম করে দাঁড়ায় ১৩ দশমিক ০৫ মিটার। বিপদ সীমা রয়েছে ১৩ দশমিক ৫০ মিটার।

গোমতীর জলস্ফীতির কারনে সোনামুড়ার সীমান্ত লাগায়া দুর্গাপুর এলাকা দিয়ে নদীর বাঁধ ফুটো হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তা দেখে প্রথমে স্থানীয় মানুষেরা বাঁধ সারাইয়ের কাজে হাত লাগায় পরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের তৎপরতায় ফুটো হতে থাকা বাঁধের অংশটি সারাই করা সম্ভব হয়। বিশালগড়ের মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী জানিয়েছেন গতকালের পর আজ সকালের দিকে বিশালগড়ের রাউৎখলা পূর্ব লক্ষীবিল প্রভৃতি এলাকায় জল কিছুটা নামতে শুরু করেছিলো। ফের বৃষ্টি শুরু হওয়ায় পরিস্থিতি আবার অবনতি হয়। বরং কসবা সহ বিশালগড়ের বেশ কয়েকটি এলাকা নুতন করে প্লাবিত হয়েছে।

বিশালগড় মহকুমায় ৩ টি শরণার্থী শিবিরে প্রায় ১৫০ জনের মতো আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মহকুমা শাসক। জম্পুইজলা মহকুমায় ২ টি শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জম্পুইজলার মহকুমা শাসক সুমিত পান্ডে। অন্যদিকে সোনামুড়ার মহকুমা শাসক অরুপ দেব জানিয়েছেন সন্ধ্যা পর্যন্ত গোটা মহকুমায় ১৫ টি শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। তাতে ২৩২ টি পরিবারের ১০০০ - এরও বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। সন্ধ্যায়ও সিপাহীজলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যার জেরে ক্ষতিগ্রস্থ কুমারঘাট মহকুমায় জনগন, সহস্রাধিক জনগন ত্রান শিবিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২১ আগস্ট।। কুমারঘাট মহকুমায় ভয়াবহ আকার নিয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। যাতায়াতের বহু সড়ক চলে গিয়েছে বন্যার গ্রাসে। ঘরছাড়া সহস্রাধিক পরিবার। উদ্ধারকার্যে হাত লাগিয়েছেন বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনী। দূর্গতরা আশ্রয় নিয়েছেন ত্রাণ শিবিরে। মহকুমা এলাকায় উদ্বেগ বাড়াচ্ছে বন্যা পরিস্থিতি।

কয়েকদিনের টানা বর্ষনে রীতিমতো বানভাসী অবস্থা ত্রিপুরার রাজধানী সহ বিভিন্ন জেলা ও মহকুমাগুলোর। একনাগারে চলছে ভারী ও মাঝারি বৃষ্টিপাত। বিরামহীনভাবে বৃষ্টিপাত লেগে থাকায় অবনতির আশঙ্কা বন্যা পরিস্থিতির। গত দু-দিনের বৃষ্টিতে অন্যান্য জেলা ও মহকুমার সাথে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমাতেও দেখা দিয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। বন্যার জল ঢুকে গিয়ে প্লাবিত বহু অঞ্চল। জল ঢুকে গিয়েছে মানুষের ঘরের ভেতরেও। ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছে অনেককেই।

মহকুমার ফটিকরায় ইন্দিরাকলোনি, তারাপুর, নামারাজনগর, সোনাইমুড়ি, কাঞ্চনবাড়ী, তরুনীনগর সহ আরো অনেক এলাকা বর্তমানে বন্যার কবলে। মঙ্গলবার রাতে বন্যার জল ঢুকতে শুরু করে কুমারঘাট শহরের ভগৎ সিং চৌমুহনি, দারচৈ রোড, পাবিয়াছড়া স্কুলরোড সংলগ্ন এলাকায়ও। কোথাও কোথাও জলের তলায় চলে গিয়েছে যাতায়াতের মূল সড়কটি পর্যন্ত। বন্যার জল গ্রাস করে নেয় কুমারঘাটের মহকুমা শাসকের অফিসকেও। নদীর জলস্ফীতিতে মহকুমার অনেক পরিবারই জলবন্দী। দূর্গতদের উদ্ধারকাযে লাগানো হয়েছে বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনীকে। এই অবস্থায় প্রশাসনিকভাবে খোলা হয়েছে ৩৮ টি ত্রাণ শিবির। বন্যা পরিস্থিতিতে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে শুরু করেছেন মানুষ।

প্রায় সহস্রাধিক পরিবার এখনো পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন শিবিরে। রাস্তাগুলো কোমর সমান জলে থৈ থৈ অবস্থা।মহকুমার দুই প্রধান নদী দেও ও মনু নদীর জলস্থিতিতেই এই বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি। ফটিকরায় এলাকার এক বন্যা দূর্গত জানিয়েছেন, বন্যার জেরে একেবারে সর্বশান্ত অনেক পরিবার। জল বাড়তে থাকায় ঘরের জিনিস কিছুই বের করা সম্ভব হয়নি অনেকের পক্ষেই। তাই বন্যার জলে সবকিছুই শেষ বলে জানালেন ঐ বন্যাআক্রান্ত মানুষজন।

রাজ্য জুড়ে বন্যা পরিস্থিতি ধর্মনগরে উদ্ধার কাজে ডিজিস্টার ম্যানেজম্যান্টের টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে উদ্ধার কাজে নিযুক্ত ডিজিস্টার ম্যানেজমেন্টের স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। রাতে উদ্ধার কাজের জন্য চার্জ লাইট পর্যন্ত নেই। টর্চের আলোতে উদ্ধার কার্য চালাতে হয়েছে ডিজিস্টার ম্যানেজমেন্ট ব. লোকজনদেরকে।

ধর্মনগর পুর পরিষদের ২৩নং ওয়ার্ড সিগন্যাল বস্তিতে বিগত দুদিনের প্রবল বর্ষণের ফলে চারপাশে বন্যা দেখা দেয়। রেল স্টেশন লাগোয়া সিগন্যাল বস্তির পাশে রয়েছে কাকড়ী নদী। সেই কাকড়ী নদীর একটি বাঁধ ভেঙ্গে বিকেলবেলা থেকে জল আরো বাড়তে শুরু করে ওই এলাকায়।

দমকল কর্মীদের কাছ থেকে জানা যায়, জল বাড়ার ফলে অনেক বাড়িতে কোমর পর্যন্ত জল হয়ে যায়। জলবন্দি হয়ে পড়ে হাজার খানেক পরিবার। উদ্ধার কাজে ব্যবহৃত দমকল দপ্তরের একটি এবং প্রশাসনের তরফে একটি নৌকা নিয়ে উদ্ধার কাজ চালানো শুরু করে দমকল কর্মীরা। সারা বছর মহকুমা ও জেলা স্তরের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার মহড়া প্রদর্শন করা হয়।

অন্ধকারের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন কর্মী নিয়ে উদ্ধার কাজ চলছে। এক্ষেত্রে ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্টের সার্চলাইট বা ফ্লাড লাইট কোথায়। উদ্ধার করে আনার পর অন্ধকারের মধ্যে পুরুষ মহিলা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে দেখা গেল রেল লাইনের মধ্যে বসে রয়েছে। টর্চের আলো ব্যবহার করে নৌকার মধ্যে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের আনার সময় যদি কোন অঘটন ঘটে তবে এর দায় কে নেবে সেই প্রশ্ন করছে এলাকার জনগণ। এলাকার যুবকরা অভিযোগ করেন উদ্ধারকাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের অভাবের কারণে এখনো অনেক ব্যক্তি আটকে পড়ে আছে জলবন্দী হয়ে যাদের আনা সম্ভব হচ্ছে না। পাবিয়াছড়া বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন।

টানা বর্ষণে পাবিয়াছড়া বিধানসভা এলাকার বহু পরিবার ত্রান শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস ত্রাণ শিবিরগুলি পরিদর্শন করে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পাবিয়াছড়া বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের জন্য তৈরী বিশেষ শিবির গুলি পরিদর্শনে যান বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের জন্য সর্বসুবিধার ব্যবস্থা পরিকল্পনা করার চেষ্টা করেন।

ত্রাণশিবিরগুলি পরিদর্শন করে বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, এলাকার মানুষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিপন্ন মানুষজন যাতে ত্রান শিবিরে ত্রাণের যথাযথ সুযোগ সুবিধা পান সে বিষয়ে তিনি প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন।

অবিরাম বর্ষণে আগরতলা জলমগ্ন, বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচলে বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। অবিরাম বর্ষণে আগরতলা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। তাই, প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

পশ্চিম জেলার পুলিশ প্রশাসন আজ সন্ধ্যায় জানিয়েছে, প্রবল বৃষ্টির কারনে আগরতলার আট রাস্তায় যান চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। আপাতকালিন প্রয়োজন ছাড়া এই রাস্তা দিয়ে চলাচল না করতে আবেদন করেছে পুলিশ প্রশাসন। এই রাস্তাগুলি হল রাধানগর থেকে সার্কিট হাউস, আরএমএস চৌমুহনী থেকে বিদুরকর্তা, ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী থেকে ডিএম ফ্লাইওভার, দুর্গাচৌমুহনী, মুখ্যমন্ত্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদ্ধারকার্যে বিএসএফ জওয়ানরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।